কি শো র

যাইতুন

শিশু-কিশোর ত্রৈমাসিক

সংখ্যা: ০১ ■ বর্ষ: ০১ ■ জানুয়ারি-মার্চ, ২০২৫





বরকতময় যাইতুন





নাওয়াইরা হোসাইন আফরিন
শ্রেণী: ৩য়





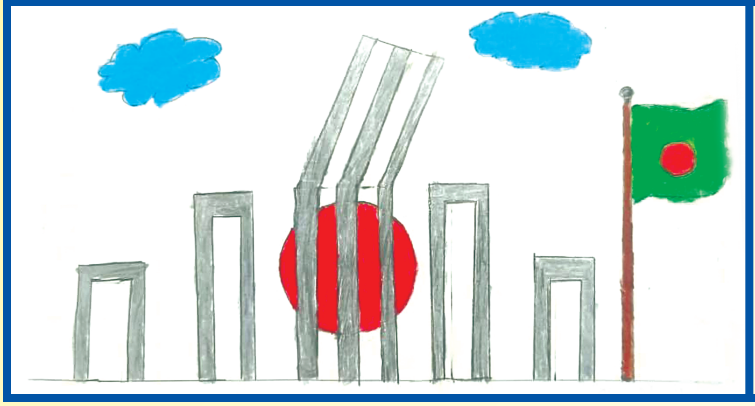


জুয়াইরিয়া
শ্রেণী: ১ম



সালমান সাজিদ
শ্রেণী: কেজি







আইজা মুনিবা
শ্রেণী: ২য়

কি শো র

যাইতুন

শিশু-কিশোর ত্রৈমাসিক

সংখ্যা : ০১
বর্ষ : ০১
জানুয়ারি-মার্চ, ২০২৫

উপদেষ্টামণ্ডলী
প্রফেসর ড. গিয়াস উদ্দীন তালুকদার
প্রফেসর ড. বিএম মফিজুর রহমান আজহারী
ড. মুহাম্মদ শহীদুল হক

সম্পাদক
ড. মুহাম্মদ আমিনুল হক

সহকারী সম্পাদক
এডভোকেট রাবেয়া সুলতানা

গ্রাফিক্স
দেলোয়ার হোসাইন

প্রকাশনায়
যাইতুন একাডেমি

মূল্য ১০০ টাকা

যোগাযোগ

জালালাবাদ হাইটস, জালালাবাদ আবাসিক এলাকা, সেক্টর-০১, রোড-০১, লেইন-০২ (মেম্বার গলি)
পশ্চিম খুলশী, চট্টগ্রাম। মোবাইল : ০১৭৬৮-৮৫৮৭৮৭, ০১৭৪৮-৮০৬৪৯২
ই-মেইল : info@zaitoonacademy.com ওয়েবসাইট : www.zaitoonacademy.com

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়: মনের খাবার চাই	০৩
রবের কথা: তাকওয়ার মানে	০৪
মুক্তা দানা: দোষ গোপন	০৫
আঁকা শিখি	০৬
বর্ণ শিখি	০৭
শব্দ শিখি	০৮
বরকতময় যাইতুন ➤ ড. মুহাম্মদ আমিনুল হক	০৯
♦ ৩টি মজার গল্প	
প্রকৃত ধন	১৪
স্বাধীনতাই উত্তম	১৫
সিংহ আর ইঁদুর	১৬
♦ গল্প	
বিপদের বন্ধুই প্রকৃত বন্ধু ➤ আদনান তাহসিন	১৭
আস্‌সালাতু খাইরুম মিনান নাউম ➤ ইহতিশামুল হক	১৮
মায়ের ভালোবাসা ➤ হেজাজী মুয়াজ	১৯
হযরত আবু বকর (র) ➤ সাইদুল ইসলাম সাফওয়ান	১৯
ধৈর্য্যশীলতা নিয়ে ছোট গল্প ➤ আনাস আবদুল্লাহ	২০
A Kindness Repraid ➤ Abdullah Bin Jashim	২০
একজন ইয়াতিমার হাফেজা হওয়ার গল্প	২১
The Real Wealth ➤ Hussain Zohair Eyad	২২
খোলা ডাক	২৩
ছড়া লিখি	২৪
শব্দ ধাঁধা	২৪
হাসির বাকসো	২৫
ধাঁ ধাঁ	২৬
ছড়া/কবিতা	২৮
মনের কথা	৩১
সোনামনিদের কথা: শিক্ষা সফর-২০২৫	৩৮
♦ বিজ্ঞান	
হাইয়ার ডাইমেনশনের জগত ➤ আরিফুর রহমান	৩৯
আর্ট এন্ড ক্রাফট	৪১
যাইতুন সংবাদ	৪৩
কিশোর ভাবনা	৪৬
ক্ষুদে হাফেজদের সাক্ষাৎকার	৪৭
বলতে পারো	৪৮

মনের খাবার চাই

ছোট্ট বন্ধুরা!

কেমন আছো সবাই? নিশ্চয়ই তোমরা ভালো আছো। সকলের প্রিয় যাইতুন একাডেমি তোমাদের জন্য একটা মজার জিনিষ নিয়ে এসেছে। কী ভাবনায় পড়ে গেলে? কী এমন মজার জিনিষ? সুস্বাদু খাবার হবে হয়তো!

হ্যাঁ, তোমাদের ভাবনা একেবারে সত্যি। আমাদের দেহ ও মনকে সুস্বাদু খাবার দিতে হয়। সুস্বাদু আর পুষ্টিকর খাবার পেলে দেহ যেমন সুস্থভাবে বেড়ে উঠে ঠিক মনের খাবারটাও যদি সুস্বাদু আর পুষ্টিকর হয় তাহলে মনটাও সুন্দরভাবে বেড়ে উঠে। ঘরে-বাইরে আমরা নানা পদের মজার খাবার খাই প্রতিনিয়ত। সে খাবার খেয়ে আমাদের শরীরটা দিন দিন নাদুস নুদুস হয়ে যাচ্ছে তাই না?

এবার আমরা মনের খাবার নিয়ে আসছি। মনের খাবারটার নাম হচ্ছে, 'কিশোর যাইতুন'। ভাবছো ঠাট্টা করছি তোমাদের সাথে। আরে না, তোমাদের সাথে কি ঠাট্টা চলে?

আসলে দেহের মতো মনটাও খাবার চায়। সুস্বাদু খাবার খেলে যেমন দেহের ক্ষুধা মিটে ঠিক তেমনি ভালো কিছু পড়লে কিংবা লিখলে মনের ক্ষুধাও মিটে। যারা মনকে ভালো কিছু দিতে পারে না তাদের মনটা মরা মরা থাকে। কোনো কিছুতে ভালো লাগে না।

'কিশোর যাইতুন' তোমাদের। এটাতে তোমরা মনভরে লিখবে। এটার মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গল্প কবিতা আর মজার মজার বিষয়গুলো তোমরা পড়বে। দেখবে তোমাদের মন ভালো লাগছে। এই মন ভালো লাগাই হচ্ছে মনের খাবার। এই খাবার ছোঁয়া যায় না কিংবা জিহ্বা দিয়ে স্বাদ নেয়া যায় না; শুধু অনুভব করা যায়। কিশোর যাইতুন হোক তোমাদের মনের খাবারের প্রধান মাধ্যম। সেই প্রত্যাশা করছি।

সম্পাদকীয়

রবের কথা

তাকওয়ার মানে

বন্ধুরা কেমন আছো সবাই?

তোমাদের সিয়াম সাধনা কেমন হচ্ছে?

জী উস্তাজ, আলহামদুলিল্লাহ! আমাদের সিয়াম সাধনা খুব ভালোই হচ্ছে।

আজকে তোমাদের একটি প্রশ্ন করতে চাই। ও আচ্ছা, প্রশ্ন করার আগে আমাদের সকলের প্রিয় রব মহান আল্লাহর একটি কথা শুনে নেই। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

অর্থঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর রমাদানের রোযা ফরজ করা হয়েছে যেমনিভাবে ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর; যাতে করে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো" (সূরা বাক্বারাহ: ১৮৩)।

আচ্ছা বলোতো দেখি, তাকওয়া মানে কী?

উস্তাজ, তাকওয়া মানে আল্লাহর ভয়। আল্লাহর ভয় মানে হচ্ছে, তিনি আমাদের ভেতর বাহির সবকিছু দেখেন, বুঝেন ও শুনেন। আমরা ভালো মন্দ যাই করি তার হিসাব হবে। আল্লাহ তায়ালা ভালো কাজের পুরুস্কার দিবেন আর মন্দ কাজের শাস্তি দিবেন। বান্দা হিসেবে আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে এই চিন্তাটা মাথায় রাখাই হচ্ছে, তাকওয়া।

মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর উত্তর দিয়েছো তোমরা। আজ থেকে আমরা সবাই চেষ্টা করব সবকাজে তাকওয়া অবলম্বন করার। আচ্ছা এবার বলোতো রোযা রাখলে তাকওয়াবান হওয়া যায় কীভাবে? আমিই বলি। রোযা এমন একটি ইবাদাত যেটাতে আমরা নির্দিষ্ট সময় খাওয়া ও পানাহার থেকে বিরত থাকি। অথচ খাবার খাওয়া পানি পান করা হালাল। কিন্তু আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা মেনে আমরা এই কাজগুলো করছি না। এটাই হলো তাকওয়ার বড় অনুশীলন। এই অনুশীলনই মানুষকে তাকওয়াবান বানায়।

দোষ গোপন

আসসালামু আলাইকুম বাবা।

তুমি আজকে অফিস থেকে আসতে অনেক দেরি করেছো বাবা। তোমার চিন্তায় আমারতো ঘুম হারাম। জানো বাবা আজকে যায়েদ অনেক দুষ্টুমি করেছে। স্কুলে না গিয়ে ঘরে বসে আমার সাথে শুধু শুধু ঝগড়া করেছে সে। ঠিক মতো না হয়েছে নাওয়া না হয়েছে খাওয়া। আর কতো বলবো বাবা? যায়েদ আসেলেই অনেক দুষ্ট। মোটেও কারো কোনো কথা শুনতে চায় না।

মা হাফসা তুমি অনেক মিষ্টি মেয়ে তাই না! তুমি তো মোটেও দুষ্টুমি করো না! তুমি স্কুল ফাকি দাও না! তুমি মা বাবা সবার কথা ঠিক মতো শুনো! ঠিকমতো নাওয়া খাওয়া সবই তোমার হয়...

বাবা! অমন করে বলছো কেন তুমি? আমি ছোট মানুষ তাই একটু আধটু তো এদিক সেদিক হতেই পারে। একেবারে দুষ্টুমি না করে কি পারা যায়! আর যায়েদ ভাইয়া তো আমার চেয়ে বড়। ভাইয়া কেন দুষ্টুমি করবে? ওকে তুমি বকা দিবে যাতে আর দুষ্টুমি না করে...

শোন হাফসা! আমি বাসায় আসলেই তুমি ভাইয়ার বিরুদ্ধে নানা কথা বলো। ভাইয়ার দোষ বলা ছাড়া আর কিছু বলতে পারো না তুমি। এটা কেমন অভ্যাস? বাবা তুমি এমন বলছো কেন? ভাইয়া দোষ করবে আর আমি তা চেপে যাব এটা কেমন কথা?

শোন মা, অন্যের দোষ গোপন রাখা বা চেপে যাওয়া ভালো অভ্যাস। জানো? আল্লাহ তায়ালা অন্যের দোষ গোপনকারীকে বিশাল পুরস্কার দিবেন। এ প্রসংগে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেন,

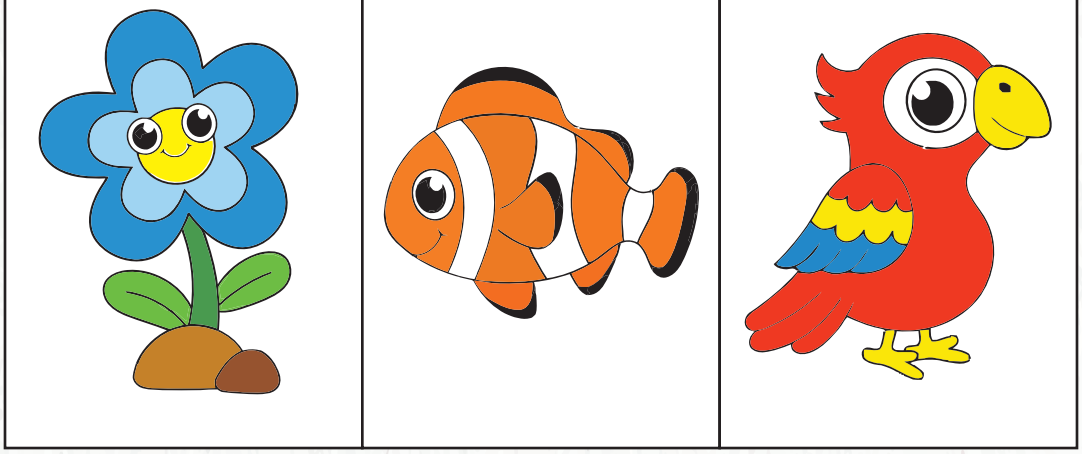
مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيا والآخِرَةِ

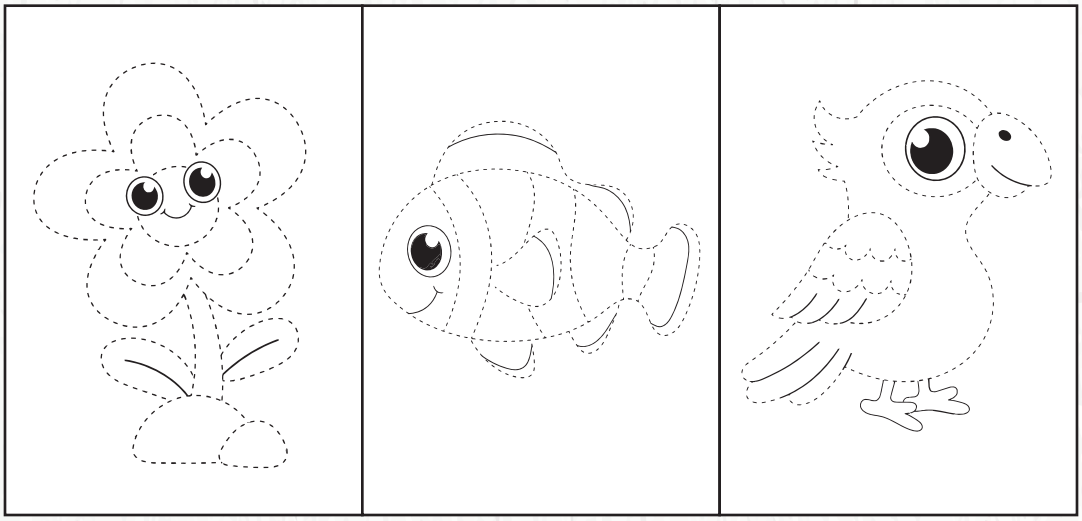
'কেউ কোনো মুসলিম ভাই-বোনের দোষ গোপন করলে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া ও আখিরাতে ঐ ব্যক্তির দোষগুলো গোপন করবেন'

তার মানে কি বুঝতে পেরেছো মা? তার মানে হচ্ছে, তুমি তোমার ভাইয়ার দোষত্রুটি প্রকাশ থেকে বিরত থাকলে আল্লাহ তায়ালা তোমার দুষ্টুমিগুলো আড়াল করবেন আর গুনাহগুলো কিয়ামতের দিন মাফ করে দিবেন। গুনাহ মাফ হলে তো সোজা জান্নাতে যেতে পারবে। এরচেয়ে বড় পুরস্কার আর কী হতে পারে?

আঁকা শিখি

ছোট্ট বন্ধুরা! উপরের সারিতে নাম জানা ছবিগুলো দেখে নাও এবং নিচের সারিতে রেখা টেনে তা আঁকা শিখে নাও





বর্ণ শিখি

বন্ধুরা! নামাজের আগে অযু করা অপরিহার্য। অযু শুরু হয় 'অ' দিয়ে। নিচের ছবিতে আর কী কী 'অ' দিয়ে শুরু হয়। সেগুলো 'অ' লেখার সাথে দাগ টেনে মেলাও।



এসো অ লিখি

অ	অ	অ	অ		

শব্দ শিখি

ছবি	ইংরেজি	বাংলা	আরবি
	Book	বই	كِتَابٌ
	Pen	কলম	قَلَمٌ
	Apple	আপেল	تُفَّاحٌ
	Meat	গোশত	لَحْمٌ
	Lion	সিংহ	أَسَدٌ
	Bee	মৌমাছি	نَحْلَةٌ



বরকতময় যাইতুন

ড. মুহাম্মদ আমিনুল হক

ছোট বড় সকলের সাথে এমন একটি বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাই যা সম্পর্কে জানলে সবাই বিস্মিত না হয়ে পারবেন না।

আজকে আপনাদের সাথে যাইতুন নিয়ে কথা বলতে চাই।

যাইতুন হলো বরকতময়। যাইতুন গাছ বরকতময়। যাইতুনের ফল বরকতময়। যাইতুনের তেল বরকতময়। যাইতুনের পাতা, কাণ্ড, গাছ, লাকড়ি, কাঠ সবকিছুতেই আছে বরকতের ছোঁয়া।

আপনারা সচরাচর যাইতুন শব্দটির যে নাম শুনেন, সেটাই হচ্ছে বরকতময় যাইতুন। আপনাদের সকলের প্রিয় একাডেমির নামটি এই বরকতময় যাইতুনের নামে করা হয়েছে।

যাইতুন শব্দটি আরবি শব্দ। যাইতুন অর্থ জলপাই। যাইতুন শব্দটি পবিত্র কুরআনে মোট সাত বার উল্লেখ হয়েছে। আমরা এই সাতটি কুরআনের আয়াত পড়বো এবং অর্থ জেনে নেব:

(১) আল্লাহ তায়ালা বলেন: **وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ**

এবং ঐ বৃক্ষ সৃষ্টি করেছি, যা সিনাই পর্বতে জন্মায় এবং আহারকারীদের জন্যে তৈল ও ব্যঞ্জন উৎপন্ন করে। (সূরা আল মুমিনুন: ২০)।

(২) আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ انظُرُوا إِلَىٰ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

"তিনিই আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন অতঃপর আমি এর দ্বারা সর্বপ্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি, অতঃপর আমি এ থেকে সবুজ ফসল নির্গত করেছি, যা থেকে যুগ্ম বীজ উৎপন্ন করি। খেজুরের কাঁদি থেকে গুচ্ছ বের করি, যা নুয়ে থাকে এবং আংগুরের বাগান, যাইতুন, আনার পরস্পর সাদৃশ্যযুক্ত এবং সাদৃশ্যহীন। বিভিন্ন গাছের ফলের প্রতি লক্ষ্য কর যখন সেগুলো ফলন্ত হয় এবং তার পরিপক্কতার প্রতি লক্ষ্য কর। নিশ্চয় এ গুলোতে নিদর্শন রয়েছে ঈমানদারদের জন্যে।" (সূরা আল আনআম : ৯৯)।

(৩) আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

তিনিই উদ্যান সমূহ সৃষ্টি করেছে-তাও, যা মাচার উপর তুলে দেয়া হয়, এবং যা মাচার উপর তোলা হয় না এবং খর্জুর বৃক্ষ ও শস্যক্ষেত্র যেসবের স্বাদবিশিষ্ট এবং যয়তুন ও আনার সৃষ্টি করেছেন-একে অন্যের সাদৃশ্যশীল এবং সাদৃশ্যহীন। এগুলোর ফল খাও, যখন ফলন্ত হয় এবং হক দান কর কর্তনের সময়ে এবং অপব্যয় করো না। নিশ্চয় তিনি অপব্যয়ীদেরকে পছন্দ করেন না। (সূরা আল আনআম : ১৪১)।

(৪) আল্লাহ তায়ালা বলেন:

يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"এ পানি দ্বারা তোমাদের জন্যে উৎপাদন করেন ফসল, যয়তুন, খেজুর, আঙ্গুর ও সর্বপ্রকার ফল। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীলদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে।" (সূরা আন নাহল : ১১)।

(৫) আল্লাহ তায়ালা বলেন: فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا- وَعِنَبًا وَقَضْبًا- وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا

"অতপর তাতে উৎপন্ন করেছি শষ্য, আঙ্গুর, শাকসবজি, যাইতুন এবং খেজুর।" (সূরা আবাসা : ২৭-২৯)।

(৬) আল্লাহ তায়ালা বলেন:

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۖ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۖ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۚ نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍ ۗ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

আল্লাহ নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের জ্যোতি, তাঁর জ্যোতির উদাহরণ যেন একটি চেরাগ, যাতে আছে একটি প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাঁচপাত্রে স্থাপিত, কাঁচপাত্রটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ্য। তাতে পুতঃপবিত্র যাইতুন বৃক্ষের তৈল প্রজ্বলিত হয়, যা পূর্বমুখী নয় এবং পশ্চিমমুখীও নয়। অগ্নি স্পর্শ না করলেও তার তৈল যেন আলোকিত হওয়ার নিকটবর্তী। জ্যোতির উপর জ্যোতি। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথ দেখান তাঁর জ্যোতির দিকে। আল্লাহ মানুষের জন্যে দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন এবং আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞাত। (সূরা আন নূর : ৩৪)।



(৭) আল্লাহ তায়ালা বলেন: وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ

শপথ! ত্বীন ও যাইতুনের। (সূরা ত্বীন: ০১)।

উপরোক্ত আয়াতগুলোর প্রতিটি তাৎপর্যপূর্ণ। প্রতিটি আয়াতের চমৎকার ব্যাখ্যা রয়েছে। আমরা সেদিকে যাচ্ছি না। তবে যাইতুন যে বরকতময় এবং যাইতুনের যে গুরুত্ব আছে সেটা কিন্তু আমরা এতক্ষণে বুঝে গিয়েছি। আল্লাহ তায়ালা নিজের নূরের সাথে যাইতুনের নূরের তুলনা করেছেন। যাইতুন গাছকে বলেছেন বরকতপূর্ণ। আবার যাইতুন গাছের শপথও করেছেন। আল্লাহ যখন কোনো কিছু দিয়ে শপথ করেন তখন তা অতি মূল্যবান বস্তু হয়। অনর্থক কিছু দিয়ে তিনি শপথ করেন না।

যাইতুন নিয়ে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)ও কথা বলেছেন। তিনি বলেন,

"كُلُوا الزَّيْت وَادَّهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَة مُبَارَكَة"

"তোমরা যাইতুন তেল খাও এবং শরীরে মালিশ করো; কেননা তা বরকতময় গাছ থেকে এসেছে"।

ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন: "যাইতুন গাছের অনেক উপকারিতা রয়েছে। এর তেল প্রদীপ জ্বালানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি মশলা, মলম এবং প্রক্রিয়াজাতের জন্য ব্যবহৃত হয়। এটির কাঠ জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে এমন কিছু নেই যার কোন উপকারিতা নেই। এমনকি যাইতুনের ছাই রেশম ধোয়ার জন্যও ব্যবহৃত হয়। এটি পৃথিবীতে জন্মানো প্রথম গাছ এবং বন্যার পরে জন্মানো প্রথম গাছ। এটি নবীদের ঘরে এবং পবিত্র ভূমিতে জন্মেছিল। সত্তরজন নবী যাইতুন গাছের জন্য দোয়া করেছিলেন; তন্মধ্যে ইবরাহিম (আ.) এবং মুহাম্মদ (সা.) অন্যতম। মুহাম্মদ (সা.) যাইতুনের জন্য দোয়া করে বলেছিলেন: **اللهم بارك في الزيت والزيتون**

তিনি বলেছিলেন: 'হে আল্লাহ, তেল এবং যাইতুনের মধ্যে বরকত দিন।'"

যাইতুনের ইতিহাস



পবিত্র ভূমি ফিলিস্তিনে যাইতুন গাছ ব্যাপকভাবে পাওয়া যায়। এ গাছটি সিরিয়ার আদি নিবাস। গবেষকরা নিশ্চিত করেছেন যে, উত্তর সিরিয়ার এবলা রাজ্য ছিল যাইতুন চাষের উৎপত্তিস্থল। সিরিয়ায় যাইতুন গাছের ইতিহাস খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দের। যাইতুন গাছের কথা তাওরাতে উল্লেখ করা হয়েছে, যখন নূহ মাটি থেকে পানি শুকিয়ে গেছে কিনা তা দেখার জন্য একটি কবুতর ছেড়ে দিয়েছিলেন। কবুতরটি যখন তার কাছে ফিরে আসে তখন তার মুখে একটি সবুজ যাইতুন (জলপাই) পাতা দেখতে পাওয়া গিয়েছিল।

জানা যায় যে, ফারাওরা যাইতুনকে মমিকরণে ব্যবহার করত। যাইতুন গাছ খুব দীর্ঘ সময় ধরে বেঁচে থাকে এবং এর বৃদ্ধির হার ধীর। ফিলিস্তিনে এমন গাছ রয়েছে যেগুলির বয়স ২০০০ বছর বলে অনুমান করা হয়। ইতালিতে আরেকটি যাইতুন গাছ পাওয়া গেছে যার আনুমানিক বয়স ৩,০০০ বছর।

যাইতুনের স্বাস্থ্যগত উপকারিতা

যাইতুন (জলপাই) গাছের পাতায় স্বাস্থ্যকর ও ঔষধি উপাদানে ভরপুর যা অনেক রোগ নিরাময় করতে পারে। পুরাতন কাল থেকে যাইতুন পাতার নির্যাস দিয়ে চিকিৎসা করা হয়েছে এমন সকল রোগের কথা আমরা হয়ত উল্লেখ করতে পারব না। যাইতুন পাতা ও ফলের মধ্যে রক্তচাপ, কোলেস্টেরল কমানো এবং ক্যান্সার দমন করার পদার্থ আছে। এই পদার্থগুলির অ্যান্টিবায়োটিক-প্রতিরোধী ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ইস্ট এবং ছত্রাক দমন করার উচ্চ ক্ষমতা রয়েছে। হৃদরোগ এবং ধমনী রোগের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত লক্ষণ প্রতিরোধ করার ক্ষমতাও রয়েছে যাইতুনের। কিছু গবেষকের মতে, যাইতুন

পাতা আর্থ্রাইটিস, বাত, চুল, নখ এবং ত্বকের ক্ষতি এবং দাঁতের ক্ষয় নিরাময়ে উল্লেখযোগ্য ফলাফল দেখিয়েছে।

লেখক আন্দ্রেওয়েল বলেছেন যে, যারা খাদ্যে বিভিন্ন ধরনের তেল বা চর্বি ব্যবহার করেন তারা বিশেষ করে চল্লিশ বছর বয়সের পরে সকল ধরনের তেল পরিহার করে যাইতুন তেল ব্যবহার করা উচিত। তিনি যাইতুন বা জলপাই তেলের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন: "যাইতুন তেল চর্বি দ্রবীভূত করে এবং লিভারকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করে, ফ্যাটি লিভারের চিকিৎসায় সাহায্য করে এবং লিভারের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করে। অন্যদিকে, বইটিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাজারে (এসেনশিয়াল ফোর্ট) নামে পরিচিত ওষুধটিতে প্রচুর পরিমাণে জলপাই তেল রয়েছে, যা মূলত লিভার রোগীদের জন্য নির্ধারিত। এটি লিভারের কার্যকারিতাও উন্নত করে, বিশেষ করে যেহেতু এটি একটি অ্যান্টি-টক্সিন, এবং একইভাবে এটি লিভারের বিষাক্ততা অপসারণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।"

যাইতুন তেল পান করা বিষক্রিয়ার জন্য উপকারী। পেটকে হালকা করে, ব্যথা প্রশমিত করে এবং কৃমি দূর করে। যাইতুন তেল ছাড়া সকল তেল পেটকে দুর্বল করে। যেহেতু যাইতুন তেল হজম করা সহজ, তাই ডাক্তাররা শিশুদের শরীর গঠন এবং রিকেট (ভিটামিন ডি শূণ্যতা) থেকে রক্ষা করার জন্য খাদ্যের শুরুতে রুটির সাথে এটি খাওয়ার পরামর্শ দেন। এছাড়াও, যাইতুন এবং এর তেলে বিভিন্ন ভিটামিন এবং লিপিড থাকে, যা মস্তিষ্কের টিস্যুর পুষ্টির ওপর সরাসরি এবং কার্যকর প্রভাব ফেলে। যাইতুন তেল কোষ্ঠকাঠিন্য এবং অন্ত্রের খিঁচুনির চিকিৎসায়, স্নায়ুতন্ত্র নিয়ন্ত্রণে এবং সাধারণ কার্যকলাপ পুনর্নবীকরণে উপকারী। এটি এমন একটি উদ্ভিজ্জ তেল যা রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রাকে মোটেও প্রভাবিত করে না। শুকনো, সবুজ জলপাই পুষ্টির জন্য ভালো এবং পেটের জন্য টনিক, অন্যদিকে প্রক্রিয়া করে বানানো কালো যাইতুন পেটের জন্য খারাপ। যাইতুন পাতা চিবানো মুখের আলসারের জন্যও উপকারী। আরবরা ব্যাপকভাবে যাইতুন তেল ব্যবহার করেন। তারা প্রায় প্রতিটি খাবারে যাইতুন তেল কাচা ঢেলে খান। সালাদের মধ্যে যাইতুন তেল ছাড়া অন্য তেল তারা ব্যবহার করেন না। যাইতুন তেল দিয়ে অনেকেই সবকিছু রান্না করেন।

শরীরের চামড়া আজীবন সতেজ রাখতে যাইতুন তেল ব্যবহারের বিকল্প নেই। যাইতুন তেল ব্যবহার করলে জ্বীনের আছর পর্যন্ত চলে যায় বলে জানা যায়। মোটকথা যাইতুনের সবকিছুই মানবদেহের জন্য উপকারী।

যাইতুন একাডেমির নামকরণ:

যাইতুনের বরকতময় ফজিলতের কথা বিবেচনা করেই যাইতুন একাডেমির নামকরণ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে যাইতুনের মতো এত বেশি ফজিলত আর কোনো ফল বা বৃক্ষের করা হয়নি। যাইতুনের বরকত আচ্ছাদিত করুক আমাদের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের। যাইতুনের মতো তারা বরকতের আভা ছড়িয়ে দিক বিশ্বজুড়ে।

Zaitoon Academy أكاديمية الزيتون

৩টি মজার গল্প





তোমাদের জন্য আরবি থেকে অনুবাদ করেছেন

ড. মুহাম্মদ আমিনুল হক

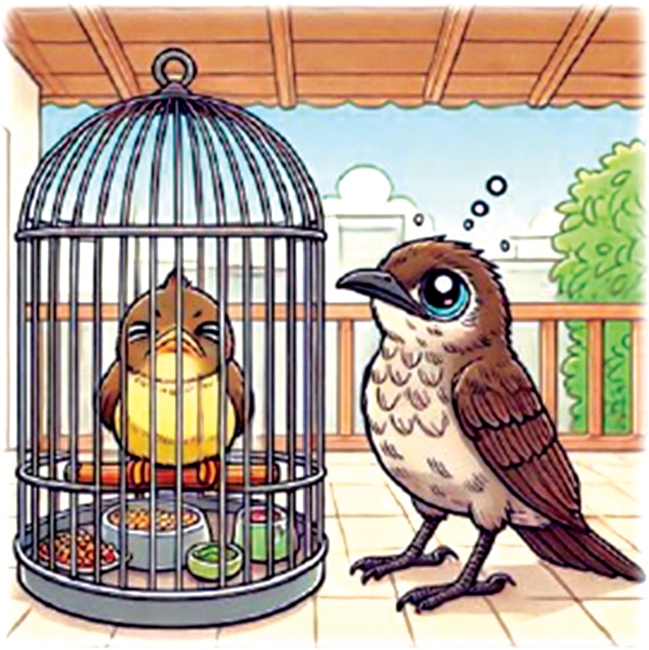


১ প্রকৃত ধন

এক কৃষক তার সকল সন্তানকে একত্রিত করলো। এরপর তাদের উদ্দেশ্যে বললেন: এই জমিনে তোমাদের জন্য অনেক ধন লুকিয়ে রেখেছি। তোমরা সবাই মিলে ধনগুলো খুজে বের করো।

কৃষকের সন্তানেরা সবাই বের হয়ে পড়লো। প্রত্যেকের হাতে কোদাল, খুন্তি, বেলচা ইত্যাদি জমিন খোড়ার সামগ্রী। গুপ্তধনের খোঁজে সবাই জমিন খোড়া শুরু করে দিল। অনেক খোঁজাখুজি করল তারা। কিন্তু কোথাও গুপ্তধন মিলল না।

এরপর তারা সবাই কৃষক বাবার কাছে ফেরত এলো। তারা বললো: হে বাবা! আমরা এত খুঁজলাম; কিন্তু কোথাওতো তোমার রেখে দেয়া ধন খুঁজে পেলাম না। কৃষক বাবা তখন একটু মুঁচকি হাসলেন। তিনি বললেন: হে আমার সন্তানেরা, এই জমিনটাই হলো প্রকৃত ধন! আমার বাপ দাদারা এই জমিনটাই যুগ যুগ ধরে হেফাজত করেছেন। তোমরাও জমিনটাকে তাদের মতো হেফাজত করো। তোমরা জমিনটাতে চাষাবাদ করো। দেখবে, এই জমিন তোমাদের কত ধন দিচ্ছে...



২ স্বাধীনতাই উত্তম

একদা একটি চড়ুই পাখির খুব তৃষ্ণা ও ক্ষুধা পেল। পাখিটি এখানে সেখানে পানি ও খাবার খুঁজতে লাগলো। খুঁজতে খুঁজতে চড়ুইটি অনেক দূরে চলে গেল। এক পর্যায়ে পাখিটি উড়তে উড়তে ক্লান্ত হয়ে এক বাড়ির কিনারায় গেল। ঐ বাড়ির বারান্দায় একটি সুন্দর খাঁচা দেখতে পেল সে। একটু কাছে গিয়ে দেখে, কত সুন্দর একটি বুলবুলি পাখি। খাঁচার মধ্যে বুলবুলির সামনে কত রকম বাহারি খাবার ও পানীয়।

চড়ুই পাখিটি বুলবুলিকে বললো: তোমার জীবনটা কতই না চমৎকার! তুমি শান্তিতে এখানে বসে খাও আর পান করো... একথা শুনে বুলবুলি বললো: আমি কিন্তু অনেক চিন্তিত! আমি বন্দী। আমি এই খাঁচা থেকে বের হতে পারছি না। হে বন্ধু! এই খানাপিনা থেকে মুক্ত বাতাসে থাকলেই শান্তি। স্বাধীনতাই উত্তম।



৩ সিংহ আর ইঁদুর

কোনো একদিন ছোট্ট একটি ইঁদুর ঘুমন্ত সিংহের কাছ দিয়ে যাচ্ছিল। ইঁদুরটি ঘুমন্ত সিংহের পিঠে উঠে ডিস্টার্ব করা শুরু করলো। ঘুমন্ত সিংহের ঘুম ভেঙ্গে গেল। সিংহটি রেগে গিয়ে ইঁদুরটিকে খেয়ে ফেলতে চাইল।

ইঁদুরটি সিংহকে বললো: আমি অনেক ছোট্ট ও দূর্বল প্রাণী। আমাকে খেলে তো তোমার পেট ভরবে না। তারচেয়ে এক কাজ করো। আমাকে ছেড়ে দাও। একদিন হয়তোবা আমি তোমার উপকার করতে পারি। তখন সিংহটি আবারো ঘুমিয়ে গেল।

একদিন সিংহটি এক শিকারীর জালে আটকা পড়লো। সিংহের আটকে পড়ার দৃশ্য ইঁদুরটি দেখতে পেল। ওমনি ইঁদুরটি সিংহের কাছে গিয়ে দাঁত দিয়ে জাল কাটা শুরু করলো। কিছুক্ষণ পরই জাল থেকে বেরিয়ে পড়লো সিংহটি।

সিংহটি ইঁদুরের এই কাজে খুশি হয়ে গেলো। তাকে সে কৃতজ্ঞতা জানালো। সিংহটি তখন বুঝতে পারলো, ছোট্ট দূর্বলরাও এমন কিছু করতে পারে যা বড়রাও করতে পারে না....



গল্প

বিপদের বন্ধুই প্রকৃত বন্ধু

আদনান তাহসিন, তাহ্‌ফিজ বিভাগ (বালক)

জাবিত, আলবাব ও জুনাইদ। তারা খুব ভালো বন্ধু। তারা একসাথে যাইতুন একাডেমিতে পড়া-শোনা করে। যাইতুনের ডাইনিংয়ে একসাথে খাওয়া-দাওয়া করে এবং একই সাথে হোস্টেলে থাকে ও খেলাধুলা করে। জাবিত ও আলবাব খুব ভালো হলেও জুনাইদ ছিল অন্য ধরনের। সে কারও বিপদে এগিয়ে আসত না। কাউকে সাহায্য করত না। সালাতও সুন্দর করে আদায় করত না। মোট কথা, কোন ভালো কাজেই তাকে পাওয়া যেত না। একদিন তারা মসজিদে গেল আসর সালাত আদায় করতে। মসজিদে ঢুকার সময় জুনাইদ বলল, তোমরা যাও, আমি যাব না। আমি বাইরেই আছি। জাবিত ও আলবাব জানত সে কি রকম মানুষ। তাকে এবার হাজার জোর করলেও সে তাদের সাথে মসজিদে যাবে না। যাইহোক জুনাইদ বাইরে বসে থাকল। শেষে তারা বাইরে এলে জুনাইদকে দেখতে পেল না। তারা এদিক ওদিক খুঁজল। নাহ! নেই। এদিকে জাবিত মসজিদের পেছনের জঙ্গলে এসে পড়ে জুনাইদকে খুঁজতে। হঠাৎ সে দেখতে পেল দুইজন লোক তার দিকে তেড়ে আসছে। লোক দুইটি তাকে ধরে একটি গাছের সাথে বেঁধে রেখেছে। এদিকে আলবাব জুনাইদকে খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু জাবিতের দেখা মিলল না। এদিকে প্রায় সন্ধ্যা। আলবাব বলল, চল ভাই জাবিতকে খুঁজি। কিন্তু জুনাইদ বলল, আমি পারব না। আলবাব মন খারাপ করে একাই চলল। সেও জঙ্গলে পৌঁছায়। লোক দুটির চোখ এড়িয়ে সে জাবিতকে উদ্ধার করে। আলবাব জাবিতকে সব খুলে বলল। জুনাইদের সম্পর্কে জাবিতও সব বুঝল। বুঝল যে, আজ আমরা কাদের সাথে বন্ধুত্ব করি। যারা খুব বেশি জোক্‌স বলতে পারে বা হাসাতে পারে তারাই কি সত্যিই প্রকৃত বন্ধু। নাহ্ কখনো না। বরং তারাই প্রকৃত বন্ধু যারা ভালো কাজের দাওয়াত দেয় ও বিপদের সময় এগিয়ে আসে।

আমরা এই গল্প থেকে একটাই শিক্ষা পাই, তারা যদি তাদের দল থেকে বিচ্ছিন্ন না হতো তাহলে হয়তো কখনোই এমনটা হতো না। দল থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার এই গল্প আমাদের মনে করিয়ে দেয় রাসূল (স) এর সেই হাদিস- "তোমরা অবশ্যই দলবদ্ধ থাকবে। কারণ, দলছুট মেষ শাবককেই নেকড়ে খেয়ে ফেলে।" *সুনান আন-নাসাই, কিতাব আল-ইমামাহ্, হাদিস নং-৪৮*



আস্‌সালাতু খাইরুম মিনান নাউম

ইহতিশামুল হক, তাহ্‌ফিজ বিভাগ (বালক)

আমরা যারা নামাজ পড়ি, তারা তো দিনে পাঁচবার আজান শুনি।

খুব ভোরে যখন আলো-আঁধারি থেকে যখন সূয্যি মামা উঠি উঠি করে, সেই পাখি ডাকা ভোরে আমরা যে নামাজ পড়ি, তার নাম তো সালাতুল ফাজর বা ভোরের নামাজ।

আচ্ছা, তোমরা তো দেখছো যে ফজর এর আজান থেকে অন্য আজানগুলোর মধ্যে পার্থক্য আছে। হ্যাঁ, আস্‌সালাতু খাইরুম মিনান নাউম ফজরের আজানে বেশি। প্রথম দিকে কিন্তু ফজরের আজানে এটি ছিলনা। তাহলে এটি কোত্থেকে এলো। সে কথাই বলছি, শোন-

খুব ভোরে। সূয্যিমামা তখনো জেগে উঠেনি। যাকে বলে পাখি ডাকা ভোর। তারও কিছুক্ষণ পূর্বে ঘুম থেকে জেগে উঠেন হযরত বিলাল (র)। তারপর মেসওয়াক করেন। ওজু সেরে মিনারে উঠেন। আজান দেন মসজিদুল নববীর মিনারে উঠে। মুসল্লিরা একে একে মসজিদে এলেন। কিন্তু আশ্চর্য নবী করিম (স) এখনও আসেননি। তিনি আসেন সবার আগে। ব্যতিক্রম ঘটল সেদিন। তিনি এলেন না। অবাক হলো সবাই। সময় চলে যাচ্ছে। এদিকে লাল আভা ছড়িয়ে সূয্যিমামা উদয়ের জন্য রেডি। কিন্তু তিনি তো আসছেন না। সাহাবিরা এ-ওর মুখ চাওয়া চাওয়ি করছেন। না, তবুও নবিজির দেখা নেই। শেষে আবু বকর (র) ওমর (র) কে বলেই ফেললেন- ওমর, নবী (স) এর খবর নিয়ে আসো। তিনি হয়তো ঘুমিয়ে আছেন। তুমিতো তাঁর নিকট অনেক প্রিয়। নবী (স) এর পরে তুমি বেশি সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী। তুমিই যাও। তাকে ডেকে নিয়ে আসো। হযরত ওমর (র) বললেন, না, হে আবু বকর। আমি এ করতে পারিনা। আল্লাহর নবীর ঘুম আমি ভেঙে মহাপাপী হতে চাই না। সাহসে কুলায় না, বরং তুমিই যাও। তুমি নবিজির অতি প্রিয়। তুমিইতো নবীজীর বিশ্বস্ত সঙ্গী। তুমি তার শ্বশুর, তুমিই যাও ভাই। হযরত আবু বকর (র) তাঁর ব্যর্থতার কথা জানিয়ে দিলেন।

দু'জন মিলে উসমান (র) এর কাছে গেলেন। বললেন, ভাই তুমিই যাও। তুমিতো নবীজীর জামাই, মুসলমানদের মধ্যে বড় ধনী। তুমিই যাও। কিন্তু তিনিও তাঁর ব্যর্থতার কথা জানালেন। এবার সবাই গেলেন আলী (র) এর কাছে। বললেন, ভাই তুমিই যাও। তুমি নবীজীর কলিজার টুকরা ফাতেমার স্বামী। আলী (র) বললেন, সবার ঘুমতো ভাঙা যেত কিন্তু নবীর ঘুম আমি ভাঙতে পারব না। তোমরা বিলাল (র) এর কাছে যাও। সে তো মুয়াজ্জিন। সবাই গেল বিলাল (র) এর কাছে। প্রথমে রাজি না হলেও শেষে সবার অনুরোধ ফেলতে পারলেন না। তিনি ভয়ে ভয়ে গেলেন কিন্তু করাঘাত করার সাহস পেলেন না। হঠাৎ তার মুখ থেকে ভেসে উঠল- আস্‌সা-লাতু খাইরুম মিনান নাউম (ঘুম থেকে নামাজ উত্তম)। এটা শুনে নবীজী উঠলেন এবং শুনতে পেলেন বিলাল (র) তাঁর সুন্দর গলায় এটা বলছেন।

তখন থেকে সুন্দর এই বাক্যটি ফজরের আজানে নিয়মিত বলার নির্দেশ দিলেন।



মায়ের ভালোবাসা

হেজাজী মুয়াজ, তাহ্‌ফিজ বিভাগ (বালক)

একদিন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) সাথীদের নিয়ে বসে আছেন। এমন সময় একটি লোক তাঁর কাছে এলো। হাতে একটি পাখির বাসা। বাসায় দুটি ছানা। নবীজি দেখলেন, কাছেই মা পাখিটা উড়ছে। তিনি লোকটাকে পাখির বাসাটি রেখে দূরে সরে যেতে বললেন। লোকটি সরে যেতেই মা পাখি ডানা দিয়ে খাচাটাকে ঢেকে রাখলো। মহানবী (স) সকলকে বললেন, দেখো মায়ের কত ভালোবাসা। এত লোক দেখেও মা পাখিটা ভয় পায়নি। লোকটি তার ভুল বুঝতে পারলো। নবীজি তাকে কাছে ডেকে বললেন, ছানা দুটিকে যেখান থেকে নিয়ে এসেছ সেখানে রেখে এসো। লোকটি নবীজির কথামতো পাখির বাসাটি রেখে আসলো। নবীজি তাকে ক্ষমা করে দিলেন।





হযরত আবু বকর (র)

সাইদুল ইসলাম সাফওয়ান, তাহ্‌ফিজ বিভাগ (বালক)

আরবের মরু প্রান্তর। দুপুরের রোদে বালু তপ্ত হয়ে আছে। পা রাখা কঠিন। সেই বালুর উপর দিয়ে হেঁটে চলছেন হযরত আবু বকর (র)। তিনি দেখলেন উত্তপ্ত বালুতে শুয়ে আছে এক যুবক। যুবকের পাশে তার মনিব দাঁড়িয়ে আছে। হযরত আবু বকর (র) বললেন, কী করেছে এই যুবক? যুবকটির মনিব ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, এ আমার ক্রীতদাস। সে ইসলাম গ্রহণ করেছে। তাই এই শাস্তি! আবু বকর (র) এর মনে দয়া হলো। তিনি ওই যুবককে কিনে নিলেন। এরপর তাকে মুক্ত করে দিলেন। এই যুবক ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন হযরত বেলাল (র)।



ধৈর্য্যশীলতা নিয়ে ছোট গল্প

আনাস আবদুল্লাহ, তাহ্‌ফিজ বিভাগ (বালক)

এক সময়ের কথা। ছোট একটি গ্রাম। সেখানে একটি স্কুল ছিল। সেই স্কুলে ক্লাশ থ্রিতে "আনাস" নামে একটি ছেলে পড়তো। আনাস ছিলো খুবই ভাল ছাত্র। কিন্তু তার একটা সমস্যা ছিলো। সে ছিল খুবই অস্থির প্রকৃতির। তার মন ভালভাবে এক জায়গায় থাকতে চাইতনা। সবকিছুতে ছিলো সে অস্থির। দ্রুত কথা বলা, দ্রুত কাজ করা। এই অস্থিরতার কারণে এক সময় সবকিছু হারিয়ে ফেলতো।

একদিন তার শিক্ষক ক্লাশে একটি গল্প শোনালেন। গল্পটি ছিল- একটি পাখি নিয়ে। গল্পটি ছিল এমন- "একদিন একটি ছোট পাখি গাছের ডালে ছিলো। নিচে দেখতে পেলো একটি বড় পাথর। সূর্যের প্রখর তাপে পাথরটি প্রচণ্ড গরম হয়ে আছে। পাখিটি ভাবলো পাথরটি এত গরম কেন হয়ে আছে। আমি কি গরম পাথরটির উপর দিয়ে উড়ে যেতে পারব? সে জানতো ধৈর্য্য ধারণ করলে... পাথরটি কিছুক্ষণ পর গরম কমে গেলে সে সুন্দর ও নিরাপদ ভাবে উপড়ে গেল।"

শিক্ষক আনাসকে বললেন, আনাস যে কোন কাজ করতে চাইলে বা সমাধান করতে ধৈর্য্য ধারণ করা প্রয়োজন। শিক্ষকের কথা মত আনাস সেইদিন ধৈর্য্য কাকে বলে শিক্ষকের কাছ থেকে শিখলো। সে বুঝতে পারলো যে, সব কাজের জন্য সময় এবং ধৈর্য্য লাগে। তাহলে সে সফল হতে পারে এবং আল্লাহ সাহায্য করেন।

ধৈর্য্য হচ্ছে মানুষের অন্যতম একটি গুণ।



A Kindness Repraid

Abdullah Bin Jashim, Tahfeez Department (Boys)

One night, a poor man saw an old beggar shivering in the cold. Without hesitation, he gave the man his showl and his only piece of bread. The next day royal guards came to his door, summoning him to the palace. To his shock the beggar was actually the Sultan's father, who had been traveling in disguise. Grateful for the poor man's kindness, the Sultan rewarded him with wealth and a place in his court.

"A small act of kindness brought him a life changing blessing."

ফেসবুকের ডায়েরি থেকে

একজন ইয়াতিমার হাফেজা হওয়ার গল্প

যাইতুন একাডেমি প্রতিষ্ঠার কিছু দিন পরেই রাবেয়া আপা আমাকে মেয়েদের জন্য হিফজ বিভাগ চালু করার অনুরোধ করেন। তিনি জানালেন, আমরা কতিপয় ইয়াতিম বালিকার দায়িত্ব নিয়ে কুরআনের হাফেজা বানানোর চ্যালেঞ্জ নিতে চাই। এ ব্যাপারে আপনার সহযোগিতা প্রয়োজন। আমি বললাম, যাইতুন একাডেমি আপনার এই কাজের জন্য প্রস্তুত।



যেই কথা সেই কাজ। আমি ফেসবুকে একটি ঘোষণা দিলাম, আমরা কিছু এতিম বালিকা নিতে চাই যাদেরকে প্রথমে হাফেজে কোরআন বানানো হবে এরপর দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিত করা হবে। আমার এই পোস্টে অনেকেই সাড়া দিয়েছিলেন। তন্মধ্যে আমার ছাত্র দাওয়াহ বিভাগের ফজলে রাব্বী তাৎক্ষণিক যোগাযোগ করে বললেন, ওস্তাজ আমার একটা ভাগ্নি আছে আপনার ওখানে দিতে চাই। আমি ফজলে রাব্বীকে বললাম, তোমার ভাগ্নিকে দ্রুত নিয়ে আসো। ফজলে রাব্বি ওর ভাগ্নি সোহানা আক্তার কে একদিনের মধ্যেই আমার কাছে নিয়ে হাজির। আমি রাবেয়া আপাকে মেয়েটিকে তুলে দিলাম। সোহানা আক্তার সহ মোট পাঁচজন এতিমাকে হাফেজা বানানোর চ্যালেঞ্জ নিয়ে যাইতুনের ফিমেল সেকশন পথ চলা শুরু করে।

সোহানার মা বাবা কেউ নেই। ওর মা মারা যাওয়ার পরে ওর বাবা ওকে ফেলে চলে গেছে। সেই থেকে ওর নানী ওকে পেলে পুষে কুমিল্লার একটি গ্রামে হেফজ মাদ্রাসায় ভর্তি করে দেয়। সোহানা সেখানে কুরআন পড়া শুরু করে।

আমাদের এখানে যখন সোহানা আসে তখন তার বয়স আট বছর। কয়েক পারা কোরআন মুখস্ত করেও ফেলেছে সে। আমাদের উস্তাজগণ তার পড়া শুনে রিপোর্ট দিলেন এই মেয়েকে নতুন করে কায়দা আমপারা নাজেরা শেষ করে হিফজ দিতে হবে। আমরা তাদের কথামতো সোহানাকে নতুন করে কায়দা আমপারা তারপর হিফজ করতে দিলাম। আলহামদুলিল্লাহ মেয়েটি মাত্র এক বছর দুই মাসে কুরআনের পুরো ৩০ পারা মুখস্ত করে ফেলে।

ডঃ মুহাম্মদ আমিনুল হক-এর ফেসবুক ওয়াল থেকে নেয়া।

গতকালকে সোহানা আক্তার সহ আরো তিনজন ছেলে হিফজ সম্পন্ন করেছে। সোহানার হিফজ সম্পন্ন করার খবরে রাবেয়া আপার সিস্টার গ্রুপ যার পর নাই খুশি। সিস্টার গ্রুপের স্পন্সর করা প্রথম মেয়ে হাফেজা হয়েছে এই খবরে ওনারা সবাই খুশিতে আত্মহারা। রাবেয়া আপার কলিজার বান্ধবী বিএনপি নেতা আসলাম চৌধুরীর কাজিন রিনি চৌধুরী আপা অনেক গিফট নিয়ে হাজির। রাবেয়া আপা হিফয সমাপনী অনুষ্ঠানে অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন। তিনি বলেন, "সোহানার কেউ নেই। ও আমাকে মা ডাকে। আমি ওকে পেটে ধারণ করিনি কিন্তু মনে হয় যেন ও আমার পেটেরই সন্তান। আজকে আমি অনেক খুশি। খুশির আনন্দে আমি কান্না করছি।" রাবেয়া আপার কান্নায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাই কেঁদে ফেলেন।

সোহানাকে যাইতুনের পক্ষ থেকে ক্রেস্ট, ফুলের তোড়া, মিসওয়াক ও অন্যান্য গিফট তুলে দেওয়া হয়। এতিমাদের মা রাবেয়া আপা তার বান্ধবী রিনি আপাকে নিয়ে তাদের প্রথম কন্যা হাফেজা সোহানাকে বরণ করতে কত কিছু যে নিয়ে আসলেন তার হিসেব নেই।

সোহানাকে নিয়ে আমাদের অনেক প্ল্যান। ও যাইতুনেই থাকবে। ওকে আমরা হিফজ বিভাগের শিক্ষিকা হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। সময় হলে বিয়ে-শাদীসহ আজীবন ওর দায়িত্ব যাইতুন একাডেমি অভিভাবক হিসেবে পালন করে যাবে ইনশাআল্লাহ।



The Real Wealth

Hussain Zohair Eyad, Tahfeez Department (Boys)

One day, a rich man decided to take his son on a trip to the country. The wealthy man wanted to show his son how the poor people live. So he could be thankful for his wealth.

They spent two days in a farm of a very poor family. On their way to home, the rich man asked his son, "How was our trip with this poor family and what did you learn?"

The son replied. I saw that we have servants who serve us, but they serve others. We have one dog and they have four. We buy our food, but they grow theirs. We have large walls to protect us and they have friends to protect them. Finally the son told "Thanks dad for showing me how poor we are."



খোলা ডাক

প্রিয় বন্ধুরা,

খোলা ডাক তোমাদের পাতা। এখানে তোমার মনের কথা লিখে জানাতে পারবে। এই ধরো, কিশোর যাইতুনের অমুক লেখা পড়ে অনেক ভালো লেগেছে। অমুক অমুক বিষয় পড়ে মনটা ভালো হয়ে গেছে। আবার কিশোর যাইতুনে আরো কী কী থাকতে পারে তা নিয়ে লিখতে পারো। তোমাদের চিঠিগুলো এখানে ছাপা হবে। সেরা চিঠি পাবে ৫০০ টাকার পুরস্কার।

লেখা পাঠাতে হবে ১৫ মে ২০২৫ এর মধ্যে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা: সম্পাদক, খোলা ডাক, কিশোর যাইতুন

যাইতুন একাডেমি, জালালাবাদ হাইটস, জালালাবাদ আবাসিক এলাকা, পশ্চিম খুলশী, চট্টগ্রাম।



ছড়া লিখি

ছড়া

আল্লাহ আমার রব
তিনি আমার সব

.....

.....

.....

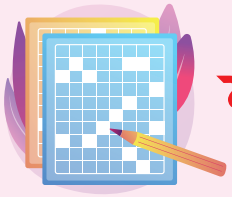
.....

প্রিয় বন্ধুরা,

আসসালামু আলাইকুম।

আশা করি ভালো এবং সুস্থ আছো। একটি ছড়ার প্রথম অংশ দেওয়া হলো। এর বাকি অংশটুকু লিখে দ্রুত পাঠিয়ে দাও।

প্রিয় বন্ধুরা, তোমরা বেশি বেশি করে ছড়া লিখা অনুশীলনে অংশগ্রহণ করবে। কারণ- ছড়া লিখায় বিজয়ী বন্ধুর ঠিকানায় পৌঁছে যাবে আকর্ষণীয় পুরস্কার। লেখার সাথে অবশ্যই সচল মোবাইল নম্বরসহ ছবি ও পূর্নাঙ্গ নাম-ঠিকানা দেবে। আল্লাহ হাফিজ।



শব্দধাঁধা

১			২
২		৩	
	৩		

পাশাপাশি:

১. তোমার প্রিয় প্রতিষ্ঠান
২. এখন
৩. এক থেকে দশের মধ্যে একটি ক্রম সংখ্যা।

উপর নিচ:

১. বেদুঈন
২. নব
৩. মানুষ

ছড়া ও শব্দ ধাঁধার উত্তর পাঠাতে হবে ১৫ মে ২০২৫ এর মধ্যে।
উত্তর পাঠানোর ঠিকানা: সম্পাদক, কিশোর যাইতুন
যাইতুন একাডেমি, জালালাবাদ হাইটস, জালালাবাদ আবাসিক এলাকা, পশ্চিম খুলশী, চট্টগ্রাম।

হাসির বাকসো





ডাক্তার ও রোগী

রোগী : স্যার, আমার শরীরটা খুব দুর্বল লাগে।

ডাক্তার : আপনাকে আপনার পছন্দের ফলগুলো খোসাসহ খেতে হবে।

রোগী : স্যার, আমার পছন্দের ফল ঝুনো নারিকেল!

সিদরাতুল মুনতাহা, শ্রেণি: ৩য়



ছোট ছেলে সেহরীর সময় ঘুম থেকে উঠে মাকে বলল- মা, সেহরী দাও, সেহরী খাব।

মা বলল- টেবিলে সেহরী সাজিয়ে রেখেছি, খেতে বস।

ছেলে খাবার দেখে বলল- মা এগুলো তো প্রতিদিনের খাবার। আমি এগুলো খাবো না, সেহরী খাব। ছেলে সেহরী খাব বলে কান্না জুড়ে দিল।

ছেলের কথা শুনে বাসার সবাই হো হো করে হেসে উঠল।

আব্দুল্লাহ বিন আসাদ, শ্রেণি: ১ম



এক অসহায় ব্যক্তি একজন লোক থেকে সাহায্য চাচ্ছিল।

অসহায় ব্যক্তি : স্যার, আমাকে একটু সাহায্য করেন।

লোক : এই আমি তোমাকে কোন ক্লাসে পড়িয়েছি যে তুমি আমাকে স্যার বলছো?

আয়শা বিনতে জসিম, শ্রেণি: ৪র্থ



ধাঁ ধাঁ



সিদরাতুল মুনতাহা
শ্রেণি: ৩য়

দুই ভাই,
কারো সাথে কারো দেখা নাই, জিনিসটা কী?
উত্তর: চোখ।

কথা বললে নাচে, জিনিসটা কী?
উত্তর: জিহ্বা।

কোন পাখির ডিম নাই, বলতো দেখি ভাই?
উত্তর: বাদুর।



আফরাহ বিনতে আমান
শ্রেণি: ৩য়

ইরিং বিরিং তিরিং ভাই,
চোখ দুটো তার মাথা নাই।
উত্তর: কাঁকড়া।

চার অক্ষরের নাম অনেকের ঘরে থাকে
প্রথম দুই অক্ষর বাদে মারি যাকে তাকে।
উত্তর: আলমারি।

ঘর আছে দরজা নাই
মানুষ আছে কথা নাই।
উত্তর: কবর।

সবুজ বুড়ি হাটে যায়
হাটে গিয়ে চিমটি খায়।
উত্তর: লাউ।



মুমতাহিনা আযম সাবিহা
শ্রেণি: ২য়

আমার মাথা আছে, শরীর নেই।
আমার পা আছে, কিন্তু হাঁটতে পারি না।
আমি কে?
উত্তর: মাশরুম।

আমার চোখ আছে, কিন্তু দেখতে পারি না।
আমার মুখ আছে, কিন্তু কথা বলতে পারি না।
আমি কে?
উত্তর: একটি ছবি।

আমার পা আছে, কিন্তু জুতা পরি না।
আমার হাত আছে, কিন্তু গ্লাভস পরি না।
আমি কে?
উত্তর: টেবিল।



আব্দুল্লাহ বিন আসাদ
শ্রেণি: ১ম

চার অক্ষরের ফল তার
টক স্বাদের হয়,
শেষের দুই অক্ষর বাদ দিলে
খেয়ে প্রাণ জুড়ায়।
উত্তর: জলপাই।



তাহিয়াতুল ইসলাম ফারহান
শ্রেণি: ৪র্থ

তিন অক্ষরে নাম তার
চুলের কাজে লাগে
মধ্যের অক্ষর বাদ দিলে
চা বানাতে লাগে।
উত্তর: চিরুনি-চিনি।

শহর থেকে এলেন সাহেব
কোর্ট প্যান্ট পরে
কোর্ট প্যান্ট খোলার পরে
চোখ জ্বালা করে।
উত্তর: পেঁয়াজ।

গরমও নয় ঠান্ডাও নয়
তবু সেটাকে ফু দিয়ে খাই?
উত্তর: বাদাম।



তাসকিনা জান্নাত
শ্রেণি: ৩য়

আমি সবকিছু খেতে পারি
কিন্তু আমি পানি খেলে মারা যাই,
বলতো আমি কে?
উত্তর: লবণ।



আয়শা বিনতে জসিম
শ্রেণি: ৪র্থ

আমি দেখতে গোল গোল, লাল লাল
কেউ খায় কেউ খায়না
কাঁচা খেলে পুষ্টি পায়।
কি এমন জিনিস?
উত্তর: টমেটো



আশরাফুস সাদাত
শ্রেণি: ৪র্থ

রাতের অন্ধকারে আমি চরাই
দিনে আমি গায়েব হয়ে যাই
আমার নাম সবাই জানে
তবে আমি কখনো ধরা পড়ি না।
এটা কী?
উত্তর: তারা।

চলিতে চলিতে তার চলা হলো ভার
মাথাটি কাটিয়া দিলে চলিবে আবার।
এটা কী?
উত্তর: পেন্সিল।



আসনা বিনতে আসাদ
শ্রেণি: ৪র্থ

প্রাণ নেই বন্ধু নয়, চলে সাথে সাথে
আলো পেলে তবে চলে, দিনে কিংবা রাতে?
উত্তর: ছায়া।

কী সেটা?? যা পালকের চেয়েও হালকা কিন্তু বড়ো বড়ো পাহলোয়ানও বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারে না।
উত্তর: নিঃশ্বাস।

এমন কী জিনিস আছে যা নিজের থাকা ভালো,
পরের কাছ থেকে পেলে মুখ হয়ে যায় কালো।
উত্তর: লজ্জা।

ছড়া/কবিতা



সিদরাতুল মুনতাহা
শ্রেণি: ৩য়

ভালোবাসা

মুনতাহা আমার নাম
নবী আমার জান
কুরআন আমার সব
আল্লাহ আমার রব।
জান্নাত আমার বাড়ি
নামাজ আমার গাড়ি
ইসলাম আমার ধর্ম
ইবাদাত আমার কর্ম।



আব্দুল্লাহ বিন আসাদ
শ্রেণি: ১ম

প্রভু

সকল প্রশংসা প্রভু তোমার
তুমি রহিম, রহমান।
তোমার কাছে বলি আমি
যা কিছু আছে চাওয়ার।





আইজা মুনিবা
শ্রেণি: ২য়

রোজার আলো

রোজা আসে রহমতে ভরা
শান্তির বারতা আনে সবার ঘর,
সকাল-সন্ধ্যা সওয়াবের বৃষ্টি
নেক আমলে ভরে অন্তর।
সেহেরিতে শুরু পূণ্যের পথ
সংযম রাখি হৃদয়ে যত,
রোজার ছোঁয়ায় পবিত্র প্রাণ
আল্লাহর দয়া পাই অবিরত।
ইফতারের সময় আসে যখন
আনন্দে ভরে প্রতিটি মন,
দোয়া করি হৃদয় খুলে
মিলুক জান্নাত এই জীবন।



তাহিয়াতুল ইসলাম ফরহান
শ্রেণি: ৪র্থ

শিক্ষালয়

শোন হে মুমিন শোন
কোরআন হাদিসের বাণী শোন,
নৈতিকতা ও মানবতার নীতিতে চলা
যাইতুন একাডেমিতে চল।
নবীন প্রবীন ওস্তাদ ওস্তাজারা
করেন শিক্ষাদান,
তাঁদের সান্নিধ্যে মোরা হব
নৈতিকতা ও দক্ষতার জ্ঞানবান।



মাহির যাইন
শ্রেণি: ৪র্থ

রমজানের ছড়া

সিয়ামের প্রতিদান নিজ হাতে দিবে প্রভু,
মুসলিম হলে তুমি ছাড়িওনা কভু।
বছর ঘুরে আসে রমজান মুসলিমের দ্বারে,
পাপকে করতে সাফ বলে সে বারে বারে।
জান্নাতে এক দরজা আছে নাম তার রাইয়ান,
পরকালে রোজাদারকে করবে সে আহবান।



আফ্‌ফান বিন আমিন
শ্রেণি: ৪র্থ

আমি হবো

বড় হবো পরে আমি,
মানুষ হবো আগে।
আলেম হতে বলে বাবা,
হাফেজ বলে মা।
তবে মন যায় যে ছুটে,
শুধুই ক্রিকেট-বলে।



আসনা বিনতে আসাদ
শ্রেণি: ৪র্থ

যাইতুন

যাইতুন, আমার প্রিয় যাইতুন
তোমার সাথে আমার সম্পর্ক দারুণ।
বাসায় যখন থাকি,
ভাবি তোমার কথা।
তুমি ছাড়া জীবন আমার বৃথা।
তাই তুমিই আমার ভালো লাগা কবিতা।



হোসাইন জোহাইর ইয়াদ
তাহফিজ বিভাগ (বালক)

আমার প্রার্থনা

আল্লাহ আমাকে হাফেজ বানাও;
বানাও দ্বীনদার।
মানবের উপরকার যেন করি আজীবন
গড়ে দিও সেই মন।
আমি শিখতে চাই মানুষ হতে,
রুখে দাঁড়াতে অমানুষের তরে-
সেই মনোবল গড়ে দিও মাবুদ-
এই মিনতি তোমার ঘরে।



আওসাফ আব্দুল্লাহ
তাহফিজ বিভাগ (বালক)

যাইতুন একাডেমি

যাইতুন আমার মাদ্রাসা,
হাফেজ হওয়া আমার আশা।
যাইতুন অর্থ হলো জলপাই,
এখানে কুরআন শিক্ষা পাই।
উস্তাদরা অনেক ভালো,
আমরা হবো কুরআনের আলো।
উস্তাদরা দেয় অনেক ভালোবাসা,
যাইতুন হলো আমাদের বাসা।
কুরআন মুখস্ত করব সুরে সুরে,
সামনে আগাবো উড়ে উড়ে।
যাইতুন অনেক শান্তি আমার জন্য,
যাইতুনে আসতে পেরে আমি ধন্য।
যাইতুনের মত মাদ্রাসা নেই আর,
যাইতুন থেকে শিখবো ইলমের পাহাড়।
অনেক চরিত্রবান হবো যাইতুনে পড়ে,
যাইতুনের নাম ছড়াবো মহানগরে।



Inzadur Rahaman Chy.
Class : One

The Blue Sky

The sky is Blue, so big and bright,
shining in the morning light.
Clouds go floating, soft and white,
Birds keep flying, what a sight!
The sun smiles down, warm and high,
I love the big and blue, The blue sky.



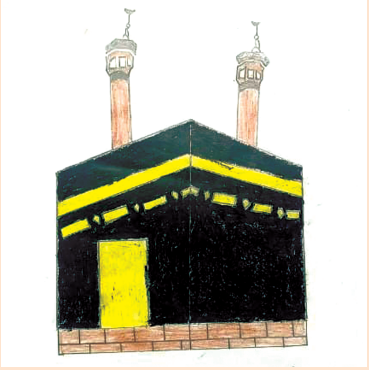
ফারহানা তাবাসসুম
তাহফিজ বিভাগ (বালিকা)

রবের দান

সুন্দর বনে সুন্দর পাখি,
সবুজ গাছে ঘেরায় আমি,
হয় যে মুগ্ধ প্রাণ।
সুন্দরি ঝরণা ধারা,
আকাশেতে লক্ষ তারা,
পাখির কলতান।



মুহাম্মদ বিন নজরুল
তাহফিজ বিভাগ
(বালক)







মরিয়ম বিনতে ইসলাম
তাহফিজ বিভাগ
(বালিকা)

মনের কথা!

Myself and My Dream

Marwan Mohammad Adil

Class: 3



Myself: It's Marwan Mohammad Adil. Right now, I am 10 and studying in class-3 in Zaitoon Academy. My Zaitoon ID: ZA3251005. I have successfully completed Coding Fundamentals with Scratch Level-1 and Mobile App Fundamentals with MIT App Inventor Level-2 Track-3 in this February' 2025 through Dreamers Academy. I would like to be a programmer. I have designed a website on the occasion of International Mother Language Day-2025 and submitted this project work to Dreamers Academy. I'm also going to participate in the ICT Olympiad Bangladesh Season-2.

My Dream: I want to be a Coding Programmer in future, Insha Allah. I want to change the world through the technology. Coding gives me the opportunity to create new games, software, applications and websites which make people's lives easier, enjoyable and better. By learning programming, I will not only be able to create the new things but also improve my thinking and learning skills to find the creative solutions to every problem in our day today lives. I enjoy Coding Programming very much. I seek your kind Dua'a for my better Future. Ameen.

My Aim

Sawda nur Jannat

Class: 3



Assalamu Alaikum.

My name is Sawda Nur Jannat. My father's name is Sahidul Alam. My mother's name is Sahida Akter. I aspire to become a teacher in the future. I love helping others & learn new things. I want to teach English and Science. Teaching helps children grow and succeed. I am inspired by many teachers. I will study hard in school to reach my goal. I will listen to my teachers and learn from them. I want to be patient and kind to my students. Becoming a teacher, I will make a big changes in the world.

আমার প্রিয় যাইতুন

আয়শা বিনতে জসিম, শ্রেণি: ৪র্থ



আমার নাম আয়শা। আমি যাইতুন একাডেমিতে ৪র্থ শ্রেণীতে পড়ি। যাইতুন আমার সবচেয়ে প্রিয় মাদ্রাসা যেখানে আমি একাডেমিক পড়াশুনার সাথে সাথে ধর্মীয় শিক্ষা অর্জন করতে পারছি। যাইতুনে পড়ে ভালো মানের আলিমে দ্বীন হওয়ার স্বপ্ন দেখি। শুধু তাই নয়, যাইতুন থেকে আমি ইংরেজি, কম্পিউটারসহ আধুনিক শিক্ষা অর্জন করছি। যাইতুনের পরিবেশ অত্যন্ত মনোরম এবং পড়াশুনার যথার্থ স্থান। এখানের সব শিক্ষক-শিক্ষিকা খুব দক্ষ ও ভালো স্বভাবের এবং আমার খুব পছন্দের। আমাদেরকে মজার ছলে ও যত্ন সহকারে পড়ায়। তাই আমি যাইতুনকে খুব শ্রদ্ধা করি ও ভালোবাসি।

আমি হতে চাই...

আফরাহ বিনতে আমান, শ্রেণি: ৩য়



আমি বড় হয়ে একজন ভালো মানুষ হতে চাই। ভালো মানুষ মানে সত্যবাদী। আমি চাই সবাইকে সাহায্য করতে। মিথ্যা না বলতে এবং দুঃখী ও অসহায়দের পাশে দাঁড়াব। একজন ভালো মানুষ হলে সবাই আমাকে ভালোবাসবে। আর আমি আল্লাহর কাছে প্রিয় হবো।

যাইতুন একাডেমির ১ম হাফেজা নিয়ে আমার অনুভূতি

মিফতাহুল জান্নাত, তাহফিজ বিভাগ (বালিকা)



এক রাতের কথা। মেয়েটির নাম ছিল সোহানা আক্তার। সে খুব ভালো। তার অনুষ্ঠান ছিল বৃহস্পতিবার। সোমবারে ছিল তার আট পৃষ্ঠা। সে একসাথে আট পৃষ্ঠা শিখে ফেলে কিন্তু সে অর্ধেক করে দেয় এবং শেষ হয় বৃহস্পতিবার। তার ওস্তাজারও স্বপ্ন পূরণ হল। তাকে দিয়ে সবার স্বপ্ন পূরণ হয়। যাইতুন একাডেমি ফিমেল সেকশন এর প্রথম হাফেজা।যাইতুনের ভাইস-প্রিন্সিপাল এমন কিছু কথা বলেছেন, যা আমাদের মনকে মুগ্ধ করেছে। কথাগুলো হচ্ছে- "আমি ভাবতে পারি নাই যে আমি একজন হাফেজার মা হবো। আমি কষ্টে কান্না করছি না। আমি খুশিতে কান্না করছি। আমাকে যদি সবার সামনে ভাইস প্রিন্সিপাল না বলে সোহানার মা বলে ডাকতো তাহলে আমি অনেক খুশি হতাম।" এ কথা শুনে আমাদের সবার চোখে পানি চলে এলো। মারিয়াম আপু ওকে ওর প্রিয় জিনিস দিয়েছে, তা হলো- চকোলেট কেক।

A time of precious memory



January 1, 2024 was a beautiful morning. That day started like a normal day. But I never thought that day would be so special to me. because that was the day I first met Marium Binte Islam.

I thought she was very calm and quiet person. Then we talked a lot. Our friendship began deepen to day by day. Then I realized that she is very friendly person. In my eyes, she is a great girl with a beautiful heart. Every smile of her will be a memory for me. Since I never been anywhere without my family, so I couldn't get used to a new life all on a sudden. She used to come and give me company. It made me feel better and I felt so good. Every word she says is very precious to me. Basically we met when we came to 'Zaitoon'. Marium is a very important person to me. Even if we leave from zaitoon, every moment we spent together will remain a memory. I want to stay with her again in Jannah. In shaa Allah.

Sukria to Allah that I have found a girl like her as a friend in my life.

Maryum Binte Nazim, Tahfeez Department (Girl's)



On January 1, 2024 in a foggy morning I arrived in Zaitoon Academy. That day was very important in my life. Because that was the day when I met Maryam Binte Nazim for the first time.

When I first met her, I thought she was very great and fickle person. Our friendship began to deepen day by day. Then I realized that she is very friendly person. In my eyes she is a person with very positive attitude with a beautiful smile. Even though we came from different places, but our understanding level is very good. Since I'm continuing school and Hifz together, she always comforts me when I feel exhusted. Then I feel very encouraged. I really like spending time with her. Ramadan will come every year but the time of having ifter together on March 10, 2025 will be a memory for us. If we ever go too far apart, I will miss the 'Precious' moments we spent together. I want our friendship to last for a lifetime.

I express my gratitude to Allah for giving me such a good and trustworthy person as a friend.

Marium Binte Islam, Tahfeez Department (Girl's)

যাইতুন একাডেমি সম্পর্কে আমার কিছু কথা

জেরিন তাসনিম, তাহফিজ বিভাগ (বালিকা)



যাইতুন একাডেমি এক কথায় সংক্ষিপ্ত এবং সুন্দর একটি নাম। যাইতুন একাডেমি একটি প্রখ্যাত এবং আমার প্রাণের প্রতিষ্ঠান, যা ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মানসম্মত শিক্ষা প্রদান করে। প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষা, নৈতিকতা ও সুসন্তান তৈরীর অঙ্গীকার নিয়ে গড়ে উঠেছে। এখানে ছাত্র-ছাত্রীদের মননশীলতা শৃঙ্খলা ও সৃজনশীলতা বিকাশের দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। যাইতুন একাডেমির শিক্ষাক্রম অত্যাধুনিক ও ছাত্রমুখী, যা শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে। প্রতিষ্ঠানে অত্যন্ত অভিজ্ঞ ও পেশাদার শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন। তারা অনেক আন্তরিক এবং স্নেহশীল। আমার পড়া থেকে শুরু করে খাওয়া, ঘুম সব বিষয়গুলো তারা অনেক গুরুত্ব সহকারে পরিচালনা করে। বিশেষ করে আমাদের প্রিন্সিপাল স্যার ও ভাইস প্রিন্সিপাল ম্যাডাম মমতাপূর্ণ ভালোবাসা দিয়ে গড়ে তুলতে চান এই প্রতিষ্ঠান এবং ছাত্র-ছাত্রীদের। আমাদের প্রিন্সিপাল স্যার অনেক স্নেহপরায়ণ এবং আন্তরিক। আমাদের ভাইস প্রিন্সিপাল ম্যাডাম খুবই মমতাময়ী। তিনি শিক্ষিকা হলেও আমরা সবাই তাকে মা বলে ডাকি। যাইতুন একাডেমি শিক্ষার্থীদের প্রতিভা উন্মোচন করতে সহায়তা করে। শিক্ষার পাশাপাশি খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও অন্যান্য কো-কারিকুলার কার্যক্রমে ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহনের সুযোগ দেওয়া হয়। যাইতুন একাডেমির লক্ষ্য শুধুমাত্র সেরা একাডেমিক শিক্ষা প্রদান করা নয়, বরং শিক্ষার্থীদের মানবিক মূল্যবোধ এবং সমাজের জন্য উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা। এটি একটি প্রতিষ্ঠিত স্কুল, যা শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

যাইতুন হাফেজদের রমাদানের গল্প

হাসান সাইদিন এলান, তাহফিজ বিভাগ (বালক)



ঘড়ির কাটায় যখন ৪টা তখন আমরা ঘুম থেকে উঠি। ওযু শেষে তাহাজ্জুদের জায়নামাজে পরম করুণাময় আল্লাহর নিকট উম্মতে মোহাম্মদীর জন্য অশ্রু বিসর্জন দিয়ে খাওয়ার টেবিলে বসি। সাহরী শেষে ফজরের সালাত আদায় করি। প্রাত্যাহিক সকালের দোয়া শেষে সবক আদায় করি। সকাল ৬টা থেকে ৯টা পর্যন্ত ঘুমাই। গোসল শেষে সাত ছবক আদায় করি। যোহরের সালাত শেষে আমোক্তা আদায় করি। ৩০ মিনিট মাশক করে আসরের সালাতে মনোনিবেশ করি। সকাল-সন্ধ্যার মাসনুন দোয়া শেষে বিশ্রাম করি। ইফতারের আগে কুরআন তেলাওয়াত, নসীহা ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। ইফতারের আগে খাবার টেবিলে উম্মতে মোহাম্মদীর জন্য দোয়া করি। ইফতারের পর মাগরিবের সালাত আদায় শেষে পুনরায় বিশ্রাম করি। ইশার নামাযের আগে ছবক শিখি। এরপর আনন্দ সহকারে এশার সালাত এবং ২০ রাকাত তারাবীর সালাত আদায় করি। হালকা নাস্তা করে পরের দিনের প্রস্তুতি সহকারে ঘুমিয়ে যাই। এভাবেই চলছে যাইতুন হাফেজদের হাফেজ হয়ে উঠার রমাদানের গল্প।

রমাদান মাস

মাইশারাত তাজ্বরিয়ান, শ্রেণি: ১ম



আসসালামু আলাইকুম।

এখন চলছে আমাদের পবিত্র রমাদান মাস। আমাদেরকে এই এক মাস আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রোযা রাখতে হবে। রমাদান মাসের পর আসবে ঈদ-উল ফিতর। আমাদের সবচেয়ে খুশির ঈদ। মা বলেন ঈদ মানে আনন্দ ও খুশি। আমি ঈদে অনেক আনন্দ করতে চাই। সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে গোসল করে নতুন জামা পড়ে বাবার জন্য অপেক্ষা করব। বাবা মসজিদ থেকে আসার পর আমরা পরিবারের সবাই একসাথে বসে ঈদের জন্য রান্না করা খাবার খাব। আমি মা-বাবা ও আপুকে সালাম করে সালামি আদায় করব। আমি আমার ছোট ভাই সাইফানকে সালামি দিব। তারপর আমরা আমার নানুর বাসায় চলে যাব। ওইখানে আমার নানা ভাইয়া ও নানু আর মামা আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে। আমার দাদা-দাদু নেই। আম্মু বলেছেন ওরা নাকি আল্লাহর কাছে আছে। আমি ঈদ-এ আমার দাদা-দাদুকে অনেক মিস করব। আল্লাহ উনাদেরকে জান্নাত দান করুক, আমিন।

আমি যেন আমার ঈদ ভালভাবে এবং সুস্থভাবে কাটাতে পারি এই দোয়া-ই করি আল্লাহর কাছে। আমার স্কুলের সকল উস্তাজ-উস্তাজাদের ঈদের দাওয়াত রইল। আসবেন ইনশাআল্লাহ।

যাইতুন ভেজিটেবল ফেয়ার

আওসাফ আব্দুল্লাহ, তাহফিজ বিভাগ (বালক)



আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

আমি আওসাফ আব্দুল্লাহ। আমি যাইতুন একাডেমির তাহফিজ বিভাগে পড়ি। একদিন আমাদের মাদ্রাসায় ভেজিটেবল ফেয়ার নামক একটি অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে যারা অংশগ্রহণ করেন, তাদের সবাই কিছু সবজি নিয়ে এসেছিল। কারণ, যাইতুনের সবজি মেলায় সবজি বিক্রি করতে হতো। ওখানে আবার কেকও বিক্রি করা হয়েছিল। সেদিন আমরা অনেক আনন্দ করেছিলাম। সেদিন অনেক মানুষ আমাদের সবজি কিনেছে। আমাদের গ্রুপ প্রথম হয়েছে। সবজি মেলা হয়েছে ৮:৩০ থেকে ১২:৩০ পর্যন্ত। সেদিন আমরা অনেক খেলাধুলা করেছি। সেদিন যাইতুনে আমার সবচেয়ে আনন্দের দিন। আজ এতটুকুই বলি।

যাইতুন একাডেমিঃ আলোর পথে এক যাত্রা

মিরাজ উদ্দিন আলি, তাহফিজ বিভাগ (বালক)



আমি নতুন মাদরাসায় ভর্তি হয়েছি- যাইতুন একাডেমি। বাবা-মা চেয়েছিলেন আমি যেন শুধু সাধারণ শিক্ষায় নয়, ধর্মীয় জ্ঞানেও পারদর্শী হই। প্রথম দিন আমার ভেতর এক ধরনের কৌতুহল কাজ করেছিল। কেমন হবে এই মাদরাসা? এখানে কি শুধু কুরআন ও হাদিস শেখানো হয়, নাকি আরও কিছু? ক্লাসে ঢুকতেই উস্তাদ মোশারফ বললেন, "শুধু মুখস্থ বিদ্যা কোন কাজে আসেনা, যদি তা জীবনে প্রয়োগ করতে না পারো। সত্যিকারের জ্ঞানী সেই, যে জীবনকে আলোর পথে পরিচালিত করতে পারে।" এই কথাগুলো আমার মনে দাগ কাটলো। যাইতুন একাডেমিতে দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল জ্ঞান আর অনুশীলনের মাঝে। এখানে শুধু ইসলামি শিক্ষা নয়, ইংরেজি, গণিত সবকিছুর শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষকরা শুধু বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ থাকতেন না। বাস্তব জীবনের উদাহরণ দিয়ে বোঝাতেন। কেমন করে সত্যিকারের মানুষ হয়। একদিন পরীক্ষা চলছিল। হঠাৎ আমি দেখলাম আমার এক বন্ধু আড়ালে লুকিয়ে বইয়ের নোট দেখে নিচ্ছে। আমি দ্বিধায় পড়ে গেলাম বন্ধুর এই ভুলটা উপেক্ষা করবো নাকি তাকে সঠিক পথে ফেরানোর চেষ্টা করবো? কিছুক্ষণ ভাবার পর আমি আস্তে করে বললাম- 'বন্ধু! প্রতারণা করে ভালো ফল লাভ করা যায়, কিন্তু সত্যিকারের জ্ঞান অর্জন করা যায় না।' আমার সেই বন্ধু কিছুক্ষন চুপ করে রইল। তারপর নোটটা বন্ধ করে দিল। সে দিনটার পর থেকে আমার সেই বন্ধুর মধ্যে নতুন আত্মবিশ্বাস জন্ম নিল। সে বুঝতে পারলো যাইতুন একাডেমি তাকে শুধু পড়াশুনা নয়, সঠিক মূল্যবোধও শিখিয়েছে। যাইতুন একাডেমি শুধু একটি মাদরাসা নয় বরং সত্যের আলোতে পথচলার এক অনন্য শিক্ষালয়।

আমি যাইতুন একাডেমিতে পড়ি

মোহাম্মদ আবরার জাহিন, তাহফিজ বিভাগ (বালক)



যাইতুন একাডেমিতে আমার অনেক ভালো লাগে। আমার হাফেজ হওয়ার অনেক ইচ্ছা। আমি একজন আন্তর্জাতিক হাফেজ হব ইনশাআল্লাহ। তারপর আমি আলেম হব। আমি কিন্তু আমার মা-বাবার টাকা নষ্ট করব না। যাইতুন একাডেমিতে আমরা ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠি। তারপর ফজরের নামায পড়ি ও লেখাপড়া করি। এখানে সবাই যাইতুনের ডাইনিংয়ে নাস্তা করি। যাইতুন একাডেমিতে ২টি বিভাগ আছে। ১. তাহফিজ বিভাগ ২. একাডেমি বিভাগ। আমি তাহফিজ বিভাগে পড়ি। যাইতুন একাডেমি আমার অনেক পছন্দ।

যাইতুন একাডেমি

আবরারুল হক, তাহফিজ বিভাগ (বালক)



যাইতুন একটা ভালো প্রতিষ্ঠান। যায়তুনের মান-সম্মান পৃথিবীর মধ্যে ছড়িয়ে আছে। যাইতুন একটা ভালো মাদ্রাসা। যাইতুনের মাধ্যমে আমি একজন ভালো হাফেজ হতে চাই। যাইতুনের উস্তাজদের জন্য আমি দোয়া করি। আপনারা সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন। যাইতুন একাডেমিকে আল্লাহ তায়ালা কবুল করুন। আমিন।

হাফেজ হতে চাই

সিরাজুল ইসলাম সামি, তাহফিজ বিভাগ (বালক)



আমি যাইতুন একাডেমিতে পড়ি। আমার হাফেজ হওয়ার অনেক ইচ্ছা। যাইতুন একাডেমি নিয়েও অনেক আশা। আমি চাই যাইতুন বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠানে উন্নীত হোক। আমি যাইতুনকে অনেক ভালোবাসি। একবার আমরা স্কুলের ভেজিটেবল ফেয়ারে প্রথম হয়েছি। এজন্য আমি অনেক খুশি হয়েছি। আমরা যাইতুনের ডাইনিংয়ে সবাই একসাথে খাবার খাই। আমি বড় হয়ে একজন বড় হাফেজ আলেম হতে চাই। আমার মায়ের অনেক আশা, আমি একজন বড় হাফেজ হবো।

যাইতুন নিয়ে কিছু কথা

উসাইদ জাদীদ ইয়াসিন, তাহফিজ বিভাগ (বালক)



যাইতুন আমার অনেক পছন্দ। যাইতুন অনেক ভালো একটি মাদরাসা। যাইতুন অর্থ জলপাই। টিচার হলো ভালো। আমরা হলাম কুরআনের আলো। আমার হাফেজ হওয়ার অনেক ইচ্ছা। উস্তাদরা আমাদেরকে অনেক ভালোবাসে। আমরা যাইতুনে কুরআন শিক্ষা পাই।

রাতের মিনার

ওসমান গণি

ভেজা কণ্ঠে, ভেজা জিকিরের ছিলা সুর ভাসে
রাতের মিনারে সুখ হাসে দাঁড়িয়েছে চাঁদ

ভেসে যায় মোনাজত, তসবির দানা
পাপপুণ্যে নামাতায় দেখি, জল শুধু জল
জমজম শাদা জলে ভাসছে মগজ

শয়তান মুখ যেন চার হবে পাথরেতে

ওই ঈদগাহ মাঠে কার ছায়া
সুরাছাড়া জিভ রেখে সে কোন কামেল
আচমকা চোখ খোলে রাতের মিনার

মোনাজাত... মোনাজাত....
ছুটে আসে লাল আযাযিল
ছুটে আসে প্রার্থণার হাত
মক্তব দরোজা থেকে উল্লাস

সব পাপ মুছে যায় রমজানে
হাহ্ রমাদান
আসমানে থইথই রহমতে আঁচ

সোনামনিদের কথা | শিক্ষা সফর-২০২৫



২০২৫ সালের ২৫শে জানুয়ারি আমাদের মাদ্রাসা যাইতুন একাডেমি থেকে ডিসি পার্কে একটি শিক্ষাসফরের আয়োজন করা হয়েছিল। সকালে বাসে করে সবাই একসঙ্গে রওনা দিই। পার্কে পৌঁছে প্রথমেই সুন্দর প্রকৃতিক দৃশ্য আমাদের মন কাড়ে। সেখানে বিভিন্ন ধরণের গাছ, ফুল ও পাখির কলরব মনোমুগ্ধকর ছিল। আমার বন্ধুদের সঙ্গে বিভিন্ন রাইডে চড়ি ও ছবি তুলি। পার্কের ছোট লেকটি আমাদের সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করে। সেখানে নৌকা ভ্রমণ ছিল অসাধারণ অভিজ্ঞতা। দুপুরে সবাই মিলে খাবার খেয়ে আনন্দ করি। দিনশেষে আমরা সবাই ক্লান্ত হলেও অনেক খুশি ছিলাম। এটি ছিল আমার জীবনের প্রথম শিক্ষাসফর। এই সফর আমার আজীবন মনে থাকবে।

আফ্‌ফান বিন আমিন, শ্রেণি: ৪র্থ



আমি মহান আল্লাহর নামে শুরু করছি। আমরা সকাল বেলা প্রথমে ডিসি পার্ক গেলাম। ডিসি পার্কে নাগরদোলা ও নৌকায় চড়েছি এবং আইসক্রিম খেয়েছি। সিডিএ মাঠে আমরা ক্রিকেট, ফুটবল ও বেডমিন্টন খেলেছি। প্রতিযোগিতা শেষে রাবেয়া ম্যাম আমাদেরকে পুরষ্কার দিয়েছেন। আমার অনেক ভালো লেগেছে।

মুহাম্মদ তাহিয়াতুল ইসলাম ফরহান, শ্রেণি: ৪র্থ



যাইতুন শিক্ষা সফরে গিয়ে খুব মজা হয়েছে। প্রথমে স্লিপারে চড়লাম, তারপর আইসক্রিম খেলাম। আবার ছোট একটা স্লিপারে চড়েছি, দোলনায় চড়েছি, ঢেকিতে চড়েছি। তারপর গেলাম সিডিএ মাঠে। সেখানে গিয়ে ফুটবল, ক্রিকেট খেলেছি এবং অনেক পুরষ্কার পেয়েছি। দুপুরে আমরা বিরিয়ানি খেয়েছি। জারিফ আমার ব্যাট ভেঙ্গে দিয়েছে। আসার সময় আমার ঘুম পাচ্ছিল কিন্তু আমি সামনে বসায় ভালোভাবে ঘুমাতে পারিনি। আলহামদুলিল্লাহ এই সফরে অনেক মজা হয়েছিল।

এ.এফ.এম মাহির জাইন, শ্রেণি: ৪র্থ



আমরা যাইতুনে ৮টায় এসেছি। ৯ টায় রওয়ানা দিয়েছি। প্রথমে ডিসি পার্ক প্রবেশ করলাম। নাগরদোলা ও নৌকায় চড়লাম এবং আইসক্রিম খেলাম। এরপর সিডিএ মাঠে গেলাম। ওখানে ফুটবল ও ক্রিকেট খেলেছি সবাই মিলে। দুপুরে বিরিয়ানি খেয়েছি। ওখানে দৌড় প্রতিযোগিতা হয়েছে আর আমি প্রথম হয়েছি এবং পুরষ্কার পেয়েছি। সফরটা আমার খুব ভালো লেগেছে। আলহামদুলিল্লাহ।

মাহের বিন আবছার, শ্রেণি: ৪র্থ



হাইয়ার ডাইমেনশনের জগত

আরিফুর রহমান
শিক্ষক, যাইতুন একাডেমি

বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো পদার্থবিজ্ঞান। পদার্থবিজ্ঞান হলো বিজ্ঞানের একটি মৌলিক শাখা, যা প্রকৃতি এবং মহাবিশ্বের মৌলিক নিয়ম ও নীতিগুলো অধ্যয়ন করে।

পদার্থবিজ্ঞানের একটি শ্রেণী হলো ক্লাসিক্যাল পদার্থবিজ্ঞান। ক্লাসিক্যাল পদার্থবিজ্ঞান অনুযায়ী আমাদের এই মহাবিশ্ব চার মাত্রার অর্থাৎ চার ডাইমেনশনের। এর মধ্যে তিনটি হলো স্থানিক মাত্রা এবং অন্যটি হলো সময় মাত্রা। আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় আমরা তিনটি স্থানিক ডাইমেনশন (দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা) এবং সময়কে চতুর্থ ডাইমেনশন হিসেবে বিবেচনা করি। এই ধারণাটি আইনস্টাইনের "আপেক্ষিকতা তত্ত্ব" এবং "স্থান-কাল" এর সাথে সম্পর্কিত।

ডাইমেনশন বা মাত্রা কি?

ডাইমেনশন হলো চলাফেরা বা মুভমেন্ট। একটি পয়েন্ট বা বিন্দু কল্পনা করুন। পয়েন্ট বা বিন্দুটি জিরো ডাইমেনশনাল। জিরো ডাইমেনশনাল মানে যার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা উচ্চতা কিছুই থাকবে না। কিন্তু এমন কিছু ফিজিক্যালি উপস্থাপন করা সম্ভব না। তাই অন্য আরেকটি পয়েন্ট বা বিন্দু কল্পনা করি। এখন এই দুইটি পয়েন্ট বা বিন্দু যোগ করলে আমরা একটি রেখা পাবো, যা এক মাত্রার বা ওয়ান ডাইমেনশনাল। ওয়ান ডাইমেনশনাল স্থানে কোনো বস্তু শুধুমাত্র ডানে বা বামে চলাফেরা করতে পারবে।

এখন দুইটি ওয়ান ডাইমেনশনাল রেখা কল্পনা করুন এবং তাদের প্রান্ত যোগ করুন। তাহলে আপনি পাবেন একটি ক্ষেত্র বা স্পেস যা দুই মাত্রার অর্থাৎ টু-ডাইমেনশনাল। এই ক্ষেত্র বা স্থানে কোনো বস্তু ডানে-বামে বা সামনে-পেছনে চলাচল করতে পারবে।

এখন দুইটি টু-ডাইমেনশনাল ক্ষেত্র কল্পনা করুন এবং এবং এই ক্ষেত্রগুলোকে আগের মতো যুক্ত করুন। তাহলে, আপনি যা পাবেন তা হচ্ছে থ্রি-ডাইমেনশনাল স্পেস, যা একটি আয়তাকার বস্তু বা ঘনক। তাহলে, এই আয়তাকার স্থানে যেকোনো বস্তু ডানে-বামে, সামনে-পেছনে, উপরে-নিচে চলাচল করতে পারবে।

প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় ডাইমেনশনের পরে কি চতুর্থ ডাইমেনশনের স্থানিক মাত্রা পাওয়া সম্ভব? উত্তর হলো, সম্ভব। তবে আমাদের মস্তিষ্ক সেই মাত্রা বুঝতে সক্ষম নয়। আমাদের মস্তিষ্ক তিন ডাইমেনশন পর্যন্তই বুঝতে সক্ষম।

ফোর্থ ডাইমেনশন বা চতুর্থ মাত্রার বস্তু দেখতে কেমন হবে তা চিত্রায়িত করা এই তিন মাত্রার পৃথিবীতে সম্ভব নয় তবে গাণিতিকভাবে চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, এমনকি তার চেয়েও হায়ার বা উপরের ডাইমেনশন বর্ণনা করা সম্ভব।

এখন বলা যাক, ফোর্থ ডাইমেনশনাল জগতের কোনো বস্তু যদি আমাদের ত্রিমাত্রিক জগতে আসে তাহলে আমরা সেই বস্তুকে কেমন দেখবো?

ফোর্থ ডাইমেনশনের কোনো বস্তু যদি ত্রিমাত্রিক জগতে আসে তখন আমরা ঐ বস্তুকে ত্রিমাত্রিক রূপে কিছুক্ষণ দেখতে পাবো, তারপর সেটি ভ্যানিশ হয়ে যাবে, অনেকটা ম্যাজিকের মতো। ত্রিমাত্রিক জগতের যেকোনো বস্তুকে চতুর্থ মাত্রা বা তার থেকেও উচ্চ মাত্রার জগত থেকে খুব সহজেই দেখতে পাবে। এজন্যই বলা হয়, আল্লাহ আমাদের সবকিছুই দেখেন। কারণ আল্লাহ তা'আলা উচ্চ মাত্রা বা হায়ার ডাইমেনশনালে রয়েছেন। তিনি তার ক্ষমতা দ্বারা এই ত্রিমাত্রিক জগতের সকল কিছুই দেখতে পারেন। আল্লাহর আকার, আকৃতি, বর্ণ না থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ সবচেয়ে সুন্দর, যা এই ত্রিমাত্রিক জগতে থেকে আমরা উপলব্ধি করতে পারবো না।

আবার ধরা যাক, ত্রিমাত্রিক জগতের কোনো বস্তুকে যদি ফোর্থ ডাইমেনশনের জগতে নিয়ে যাওয়া হয় তবে কি সে ফোর্থ ডাইমেনশনের সৌন্দর্য পুরোপুরি উপভোগ করতে পারবে?

উত্তর হলো- না, পারবে না। আমরা আমাদের ত্রিমাত্রিক সামর্থ্য থেকে যতটুকু দেখা সম্ভব ঠিক ততটুকুই দেখতে পাবো। আমরা সেখানে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতা বরাবরই চলাচল করতে পারবো অর্থাৎ ডানে-বামে, সামনে-পেছনে, উপরে-নিচে বরাবরই চলাচল করতে পারবো।

এত ডাইমেনশনের মধ্যে মানুষ কেবল তিনটি ডাইমেনশন নিয়ন্ত্রণ করতে পারে অর্থাৎ ওয়ান-ডাইমেনশন, টু-ডাইমেনশন এবং থ্রি-ডাইমেনশন।

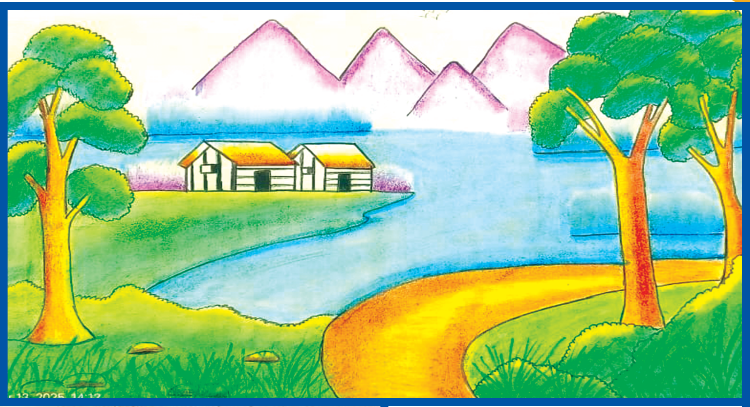
আলবার্ট আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বে উল্লেখ করা সময়কে আরেকটি ডাইমেনশন বা মাত্রা হিসেবে ধরে নিই তবে এই সময় মাত্রাটি মানুষের নিয়ন্ত্রণে নেই। মানুষ চাইলেই ত্রিমাত্রিক জগতে ডানে-বামে, সামনে-পেছনে, উপরে-নিচে চলাচল করতে পারে অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণটা তার হাতে থাকে। এখন এই ত্রিমাত্রিক জগতের নিয়ন্ত্রণের মতোই যদি টাইম ডাইমেনশন মানুষের নিয়ন্ত্রণে থাকতো তবে মানুষ চাইলেই সময়ের আগে বা পরে যেতে পারতো। অর্থাৎ, মানুষ চাইলেই অতীতে বা ভবিষ্যতে যেতে পারতো, যাকে বলে টাইম ট্রাভেলিং কিন্তু এটা সম্ভব নয় কারণ সময় একমুখী যা কেবল ভবিষ্যতের দিকেই ধাবিত হয়।

গাণিতিকভাবে অসংখ্য ডাইমেনশন বর্ণনা করা যায় কিন্তু এর বাস্তব চিত্র কেমন হতে পারে তা আমাদের এই ত্রিমাত্রিক জগতের মস্তিষ্ক দিয়ে চিন্তা করা অসম্ভব।

আর্ট এন্ড ক্রাফট



জেরিন তাসনিম বিনতে মান্নান
তাহফিজ বিভাগ (বালিকা)







সোহানা আক্তার
তাহফিজ বিভাগ (বালিকা)



আদনান তাহসিন
তাহফিজ বিভাগ (বালক)







ফারিয়া জান্নাত শোভা
তাহফিজ বিভাগ (বালিকা)



আয়েশা বিনতে আবিদ
তাহফিজ বিভাগ (বালিকা)







মাহমুদা রাইয়ান নূর
তাহফিজ বিভাগ (বালিকা)



মিফতাহুল জান্নাত
তাহফিজ বিভাগ (বালিকা)







ইকরামাহ্ বিন নজরুল
তাহফিজ বিভাগ (বালক)

যাইতুন সংবাদ

অরিয়েন্টেশন ও বই বিতরণ উৎসব

১লা জানুয়ারি, ২০২৫ ইং রোজ বুধবার যাইতুন একাডেমির ২০২৫ সেশনের কার্যক্রম শুরু হয়। ২০২৫ সেশনের প্রথম দিন অভিভাবকদের জন্য আয়োজন করা হয় অরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম এবং শিক্ষার্থীদের জন্য বই বিতরণ উৎসব। সকাল ৯ ঘটিকা থেকে সাড়ে ১১ টা পর্যন্ত এই প্রোগ্রাম চলে। যাইতুন একাডেমির চেয়ারম্যান ড. মুহাম্মদ আমিনুল হক অভিভাবকদের অরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম পরিচালনা করেন। তিনি প্রজেক্টরে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে যাইতুন একাডেমির ভিশন-মিশন, শিক্ষা কারিকুলাম ও কার্যক্রম চমৎকারভাবে তুলে ধরেন। যাইতুনের অভিভাবক হিসেবে মা বাবার কর্তব্যগুলো সম্পর্কে বিশদ দিক নির্দেশনা প্রদান করেন তিনি। যাইতুন একাডেমির সারা বছরের শিক্ষা ও কো কারিকুলার এক্টিভিটিস সম্পর্কেও ধারণা দেয়া হয় অভিভাবকদের। অন্যদিকে যাইতুনের ভাইস প্রিন্সিপ্যালেন নেতৃত্বে নতুন বছরে নতুন শিক্ষার্থীদের ক্লাস ভিত্তিক ফুল দিয়ে বরণ করে নেয়া হয়। শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই, ব্যাগ, খাতা কলম, ডায়েরি ইত্যাদি তুলে দেয়া। নতুন নতুন গিফট পেয়ে শিক্ষার্থীরা অনেক খুশি হয়ে যায়।

যাইতুন সবজি মেলা



গত ১১ জানুয়ারি, ২০২৫ রোজ শনিবার যাইতুন একাডেমি প্রাঙ্গনে যাইতুন সবজি মেলার আয়োজন করা হয়। যাইতুন সবজি মেলার আয়োজন উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবীদ আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামের প্রফেসর ড. বি এম মফিজুর রহমান আল আজহারী। যাইতুন একাডেমির ভাইস প্রিন্সিপ্যাল এডভোকেট রাবেয়া সুলতানার নেতৃত্বে সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা সবজি মেলা তত্বধান করেন। শিক্ষকদের নেতৃত্বে প্রত্যেক শ্রেণির জন্য আলাদা আলাদা স্টল করা হয়। ছাত্রীরা আলাদা স্টল প্রদান করেন। হিফজ বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা আলাদা স্টল প্রদান করে সবজি মেলায় অংশগ্রহণ করেন। সবচাইতে ভালো বেচা বিক্রি করে তাহফিজ বিভাগের বালক শাখা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

ডিসিপার্ক ফুল মেলায় শিক্ষা সফর-২০২৫



গত ২৫ জানুয়ারি, ২০২৫ যাইতুন একাডেমির স্কুল শাখার ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা সফর সম্পন্ন হয়। এয়ারপোর্ট লিংক রোডের কোল ঘেষে সাগর পাড়ে ডিসি পার্কের অনিন্দ সুন্দর ফুল মেলায় যাইতুনের ফুলগুলোও হাজির হয় সদলবলে। সকাল ১০ টার মধ্যে যাইতুনের ইউনিফরমের রং-এ রঙ্গিন হয়ে উঠে ডিসি পার্ক। যাইতুনের শিক্ষক শিক্ষিকাদের তত্ত্বাবধানে প্লে গ্রুপ থেকে ৪র্থ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা এই শিক্ষা সফরে যোগ দেয়। ছোট্ট শিশুদের সাথে মা বাবারও যোগ দেয়। এতে শিক্ষার্থীদের আনন্দ আরো বেড়ে যায়। ডিসি পার্কে শিক্ষার্থীরা প্রথম যাইতুন র‍্যালিতে অংশ নিয়ে পুরো মেলায় প্রদক্ষিণ করে। এরপর সবাইকে ইচ্ছেমতো ঘুরতে ও আনন্দ করতে দেয়া হয়। শিক্ষার্থীরা দুপুর পর্যন্ত নাগর দোলা, দোলনা, চরকা, নৌকা ভ্রমণ এবং নানা পদের খাবার খেয়ে সময় কাটায়। দুপুর ১:৩০ মিনিটে সবাইকে নিয়ে যাওয়া হয় সলিমপুর সিডিএ গ্রাউন্ডে। সেখানে জোহরের সালাত, দুপুরের খাবার শেষে বিভিন্ন ধরনের খেলা-ধুলার আয়োজন করা হয়। পুরো বিকেল শিক্ষার্থীরা অনেক আনন্দে সময় কাটায়। সন্ধ্যার সময় বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার প্রদান করা হয়। যাইতুন একাডেমির চেয়ারম্যান ড. মুহাম্মদ আমিনুল হক এবং ভাইস প্রিন্সিপ্যাল এডভোকেট রাবেয়া সুলতানা বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

৫ম হিফজ সমাপনী অনুষ্ঠান

গত ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ রোজ বৃহস্পতিবার বাদ মাগরিব যাইতুন একাডেমির কনফারেন্স হলে ৫ম হিফজ সমাপনী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। মোট ৪ জন শিক্ষার্থী এদিন তাদের শেষ সবক শুনিয়ে হিফজ সম্পন্ন করেন। শিক্ষার্থীরা হলেন: মাশারি আহমেদ জোহান, আলবাব বিন সাইফ, জুনায়েদ হোসেন এবং সোহানা আকতার। এদের মধ্যে সোহানা আকতার যাইতুন একাডেমির তাহফিজ বিভাগের বালিকা শাখার প্রথম ছাত্রী হিসেবে হিফজ সম্পন্ন করার কৃতিত্ব অর্জন করেন। হিফজ সম্পন্নকারী সকলকে যাইতুনের পক্ষ থেকে পাগড়ী, আতর, ক্রেস্ট ইত্যাদি প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য যে, তাহফিজ বিভাগ থেকে এর আগে আরো ৫ জন শিক্ষার্থী হিফজ সম্পন্ন করেছে। সর্বশেষ ৪ জনসহ মোট ৯ জন হিফজ সম্পন্ন করেছেন।

২১ ফেব্রুয়ারি-২০২৫

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, ২০২৫ উদযাপিত হলো যাইতুন একাডেমিতে। ২১ শে ফেব্রুয়ারি শুক্রবার হওয়াতে একদিন আগে ২০ শে ফেব্রুয়ারি রোজ বৃহস্পতিবার মাতৃভাষা দিবস পালন করা হয়েছে। যাইতুন একাডেমির প্লে গ্রুপ থেকে ৪র্থ শ্রেণি পর্যন্ত সকল শাখার ছাত্র ছাত্রীরা উক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। শিক্ষার্থীরা কিরাত, নাশিদ, আবৃত্তি, বক্তৃতা, চিত্রাঙ্কন ইত্যাদি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন।

যাইতুনের কম্পিউটার ল্যাব ও জিমনেশিয়াম উদ্বোধন

গত ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ রোজ বৃহস্পতিবার যাইতুন একাডেমির নতুন কম্পিউটার ল্যাব ও জিমনেশিয়াম উদ্বোধন করা হয়। যাইতুন একাডেমির চেয়ারম্যান ড. মুহাম্মদ আমিনুল হক একাডেমির শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে এ ল্যাব উদ্বোধন করেন। আধুনিক সুবিধা সম্বলিত কম্পিউটার ল্যাবটি উদ্বোধনের মাধ্যমে যাইতুনের শিক্ষার মান আরো একধাপ এগিয়ে গেল। দ্বিতীয় শ্রেণি থেকে চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নিয়মিত কম্পিউটার ক্লাস বর্তমানে ল্যাবে নেয়া হচ্ছে। অন্যদিকে যাইতুনের ইনডোর জিমনেশিয়াম ছাত্র ছাত্রীদের শরীরকে সুস্থ রাখতে ভূমিকা পালন করছে। আবাসিক শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে জিমনেশিয়ামে এসে শরীর চর্চা করার সুযোগ পাচ্ছে। এতে তাদের মন ও শরীর ভালো থাকছে।

যাইতুনের ২য় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে দোয়া ও ইফতার মাহফিল

যাইতুন একাডেমির দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষ্যে ২রা মার্চ, ২০২৫ ইং পহেলা রমাদান ১৪৪৬ হি. রোজ রবিবার দোয়া ও ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। অনাড়ম্বর এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামের দাওয়াহ অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান জনাব আ ফ ম নূরুজ্জামান, সহকারী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, ড. সাউদ বিন মুহাম্মদ, প্রভাষক জনাব মাহমুদুল হাসান, আম্মার জাকারিয়া প্রমুখ। যাইতুন একাডেমির চেয়ারম্যান ইফতার পূর্ব সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বলেন, যাইতুন একাডেমির প্রতি আল্লাহ তায়ালার অশেষ মেহেরবানী থাকায় যাইতুন অতি অল্প সময়ে মানুষের কাছে আস্থা অর্জন করেছে। মাত্র দু বছরে প্রায় ৩ শত ছাত্র ছাত্রী যাইতুন একাডেমিতে ভর্তি হওয়ায় আল্লাহর কাছে শোকরিয়া আদায় করেন তিনি। তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষ্যে যাইতুনের সকল শিক্ষক, অভিভাবক ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তিনি বলেন, আপনাদের দোয়া ও সহযোগিতা যাইতুনের জন্য আজীবন থাকবে। এরপর যাইতুনের সকলের জন্য দোয়া মুনাজাত করা হয়। আমন্ত্রিত অতিথি, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদেরসহ ইফতারের মাধ্যমে দোয়া ইফতার মাহফিল শেষ হয়।

দরিদ্রদের মাঝে ইফতার ও খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

যাইতুনের শিক্ষার্থীদের মধ্যে রাসূল (সা.) এর আদর্শকে প্রোথিত করার উদ্দেশ্যে পবিত্র রমাদান মাসে দরিদ্রদের মাঝে ইফতার ও খাদ্য সামগ্রী বিতরণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ১লা রমাদান থেকে ১০ রমাদান পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের অভিভাবকবৃন্দ বাচ্চাদের পক্ষে চাল, ডাল, আলু, পিয়াজ, চিড়া, মুড়ি, তেল ইত্যাদির প্যাকেজ একাডেমিতে পৌছে দেন। উক্ত পণ্যগুলো দরিদ্রদের মাঝে বিতরণের জন্য শিক্ষার্থীরা নতুন করে প্যাকেট করে সারিবদ্ধভাবে বিন্যাসের কাজ করে। ১২ রমাদান থেকে ১৫ রমাদানের মধ্যে শিক্ষার্থীরা দরিদ্রদের মধ্যে ইফতার ও খাদ্যসামগ্রীগুলো বিতরণ করেন। অন্যদিকে তাহফিজ বিভাগের শিক্ষার্থীরাও তাদের শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে আলাদাভাবে দরিদ্রদের মাঝে খাদ্য ও ইফতার সামগ্রী বিতরণ করে।

কিশোর ভাবনা

প্রশ্ন: এবারের ঈদে তুমি কী কী করবে?



খালিদ বিন মাহমুদ

দেশের বাইরে গিয়ে ইসরায়েলের সাথে ফাইট করবো। তলোয়ার দিয়ে ওদের বোমা অন্যদিকে পাঠিয়ে দিবো...



মোহাম্মদ লাবিব

বন্ধুদের সাথে মজা করবো। ঘুরতে যাবো। সাইকেল চালিয়ে ঘুরবো। চকলেট খাবো। সবাই আমাকে বখশিস দিবে। ওগুলো দিয়ে খেলনা কিনবো।



শাদিদুল ইসলাম ইয়াদ

বন্ধুদের সাথে মজা করবো। ঢাকায় নানুর বাসায় যাবো। পথ শিশুদের সাথে আনন্দ করবো।



আরহাম ইবনে আলম

বরিশালে যাবো। দুপুর হলে বেতাগী যাবো। ঈদ করবো, খেলবো, বন্ধুদের সাথে মজা করবো।



উম্মে জাওয়াইরিয়া

নতুন জামা পড়বো। পায়েশ খাবো। বাইরে গিয়ে খেলবো। টিভি দেখবো।



তারনুমান নেছা

ঈদের জামা পরবো। ঘুরতে যাবো। বন্ধুদের সাথে খেলবো। পায়েশ খাবো। চিকেন ফ্রাই খাবো।



মাইশারাত জাহরিয়ান

ঈদের জন্য অনেক বেশি আনন্দিত। ঈদের দিন অনেক মজা করবো।



সামিহা আহমদ সারাহ

নতুন জামা পরবো। ঘুরতে যাবো। চিকেন ফ্রাই খাবো। পার্কে যাবো।

প্রশ্ন: তুমি মা-বাবাকে কেন ভালোবাসো?



নুসাইফা আমাতুল্লাহ আসমত

আমি মা-বাবাকে ভালোবাসি; কারণ আমার মা-বাবা নিজেরা ঈদের জামা না কিনে আমাকে কিনে দেয়।



সায়রা বিনতে গিয়াস

আমি আমার মা-বাবাকে ভালোবাসি; কারণ আম্মু আমাকে মজার মজার খাবার বানিয়ে দেয় এবং আব্বু পছন্দের সবকিছু কিনে দেয়।



মুমতাহিনা আজম সাবিহা

আমি আমার মা-বাবাকে ভালোবাসি; কারণ তারা আমার সব কথা রাখে।



রাবেয়া আক্তার মেঘা

আমি আমার মা-বাবাকে ভালোবাসি; কারণ আমার মা-বাবা আমাকে অনেক ভলোবাসে।



ফাতেমা বিনতে জসিম

আমার যখন জ্বর হয় আমার মা-বাবা আমার অনেক কেয়ার করে। ঔষধ খাওয়ায়। মজার খাবার বানিয়ে দেয়। তাই আমি মা-বাবাকে ভালোবাসি।



সাফায়েত বিন ইস্কান্দার

মা-বাবা অনেক ভালোবাসে। ঘুরতে নিয়ে নিয়ে যায়। স্কুলে পড়তে পাঠায়। তাই মা-বাবাকে ভালোবাসি।



ফজলে রাব্বি

মা-বাবা আমাকে অনেক ভালোবাসে। স্কুলে পাঠায় যেন পড়ালেখা করে বড় মানুষ হতে পারি। আমাকে খুশি রাখে। তাই মা-বাবাকে অনেক ভালোবাসি।



রোহান রহমান

মা-বাবা আমাকে অনেক বেশি ভালোবাসে। আমার জন্য অনেক কষ্ট করে। তাই মা-বাবাকে ভালোবাসি।

ক্ষুদে হাফেজদের সাক্ষাৎকার

প্রশ্ন: তুমি কেন হাফেজ হতে চাও?



আলবাব বিন সাইফ

আল্লাহকে খুশি করার জন্য এবং ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য।



সাইদুল ইসলাম সাফওয়ান

কুরআনের বাণী বিশ্বকে পৌঁছানোর জন্য।



আল ফাহাদ চৌধুরী

আল্লাহ এবং মা-বাবাকে খুশি করার জন্য।



দাউদ আমিন

কেয়ামতের দিবসে মা-বাবাকে স্বর্ণের মুকুট পরাতে এবং জান্নাতে নিয়ে যেতে।



মোহাম্মদ ইউসুফ

আল্লাহকে খুশি করার জন্য এবং ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য।



জুবায়ের আলম

আল্লাহকে খুশি করার জন্য। মা-বাবার স্বপ্ন পূরণ করার জন্য।



আদনান তাহসিন

যাতে দেশ-বিদেশের মানুষকে কুরআন শিক্ষা এবং ইসলামের দাওয়াত দিতে পারি।



আওসাফ আব্দুল্লাহ

হাফেজের মা-বাবাকে নূরের মুকুট পরিধান করানো হবে। একজন হাফেজ ১০ জনকে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারবে। এ জন্য আমি একজন ভালো হাফেজ হতে চাই।



আবু হুজাইফা

আমি হাফেজ হতে চাই। আলেম হয়ে আমার মা-বাবাকে জান্নাতে নিয়ে যেতে চাই।



রিজওয়ানুর রহমান রেহান

কিয়ামতের দিন মা-বাবাকে যেন স্বর্ণের মুকুট পরিয়ে জান্নাতে দেয়।

প্রশ্ন: তুমি কেন যাইতুনকে ভালোবাস?



দাউদ আমিন

যাইতুন একাডেমি চট্টগ্রামের অন্যতম প্রতিষ্ঠান। এখানে ভালো পড়ালেখা হয়। তাই আমি যাইতুনকে ভালবাসি।



আনাস আব্দুল্লাহ

এখানে ওস্তাদরা অনেক দয়ালু। সবার মন নরম। তাই আমি যাইতুনকে ভালোবাসি।



আল ফাহাদ চৌ:

এই প্রতিষ্ঠানটি অনেক ভালো। যাইতুনের ওস্তাদরা অনেক আদর করে। তাই যাইতুনকে ভালোবাসি।



সাইদুল ইসলাম সাফওয়ান

যাইতুন একাডেমি অনেক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। এখানে ওয়াশিং মেশিনে কাপড় ধুয়ে দেয়। তাই যাইতুনকে ভালোবাসি।



মো: ইউসুফ

এখানে এসিতে বাতাস খেয়ে খেয়ে পড়তে পারি। তাই যাইতুনকে ভালোবাসি।



আলবাব বিন সাইফ

যাইতুন একাডেমিতে পড়ালেখার পাশাপাশি এক্সট্রা কারিকুলাম শিক্ষা দেওয়া হয়। তাই আমি যাইতুনকে ভালোবাসি।



প্রিয় ছোট্ট বন্ধুরা

বলতে পারো পাতাটি তোমাদের। তোমাদেরকে ১০ প্রশ্ন করা হবে। তোমাদের কাজ হচ্ছে, ১০ টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর লিখে বলতে পারো পাতার ঠিকানায় দ্রুত পৌছে দেয়া। কী ভাবনায় পড়ে গেছো? উত্তরগুলো কোথায় খুঁজে পাবে? কোনো চিন্তা নেই। উত্তরগুলো তোমাদের প্রিয় 'কিশোর যাইতুন' চষে বেড়ালেই পাবে। একেবারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবগুলো লেখা পড়ে ফেল আর ঝটপট উত্তর খুঁজে বের করে পাঠিয়ে দাও নিচের ঠিকানায়।

প্রশ্ন-০১: কীসে মনের ক্ষুধা মিটে?

উত্তর:.....

প্রশ্ন-০২: তাকওয়া মানে কী?

উত্তর:.....

প্রশ্ন-০৩: দুনিয়ায় কেউ কারো দোষ গোপন করলে আখিরাতে আল্লাহ তাকে কী পুরস্কার দিবেন?

উত্তর:.....

প্রশ্ন-০৪: বন্দি থাকার চেয়ে স্বাধীনতা উত্তম কেন?

উত্তর:.....

প্রশ্ন-০৫: যাইতুন সম্পর্কে কুরআনে কতটি আয়াত এসেছে?

উত্তর:.....

প্রশ্ন-০৬: সবচেয়ে পুরাতন যাইতুন গাছের বয়স কত?

উত্তর:.....

প্রশ্ন-০৭: যাইতুনের ৩ টি উপকারিতা লিখ:

উত্তর:.....

প্রশ্ন-০৮: ডাইমেনশন বা মাত্রা কাকে বলে?

উত্তর:.....

প্রশ্ন-০৯: মানুষ মোট কতটি ডাইমেনশন নিয়ন্ত্রন করতে পারে?

উত্তর:.....

প্রশ্ন-১০: যাইতুন সবজি মেলায় কোন দল বিজয়ী হয়েছিল?

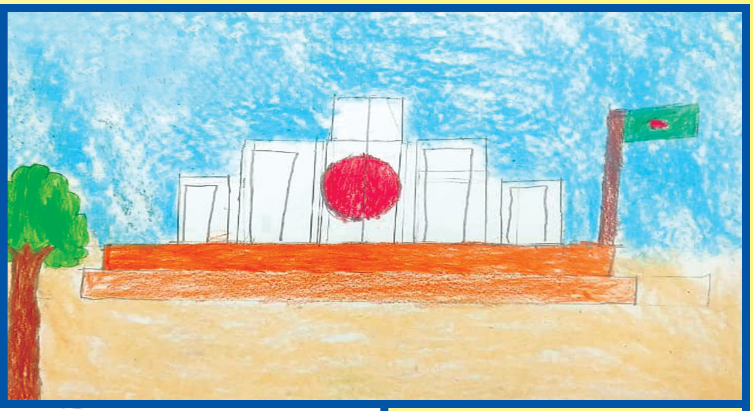
উত্তর:.....

উত্তর পাঠাতে হবে ১৫ মে ২০২৫ এর মধ্যে।

উত্তর পাঠানোর ঠিকানা: সম্পাদক, বলতে পারো, কিশোর যাইতুন
যাইতুন একাডেমি, জালালাবাদ হাইটস, জালালাবাদ আবাসিক এলাকা, পশ্চিম খুলশী, চট্টগ্রাম।



নুসাইফা ফাতিহা
শ্রেণী: নার্সারি



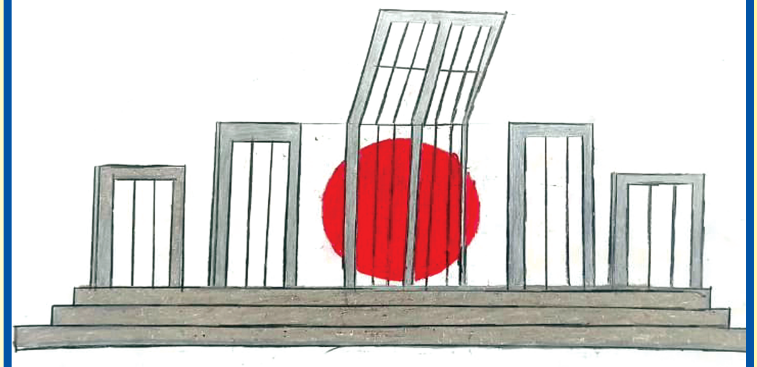


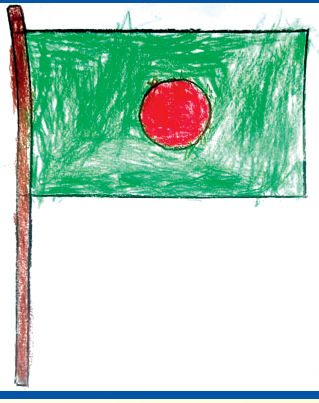


মেহরিমা বিনতে ফারুক
শ্রেণী: ২য়



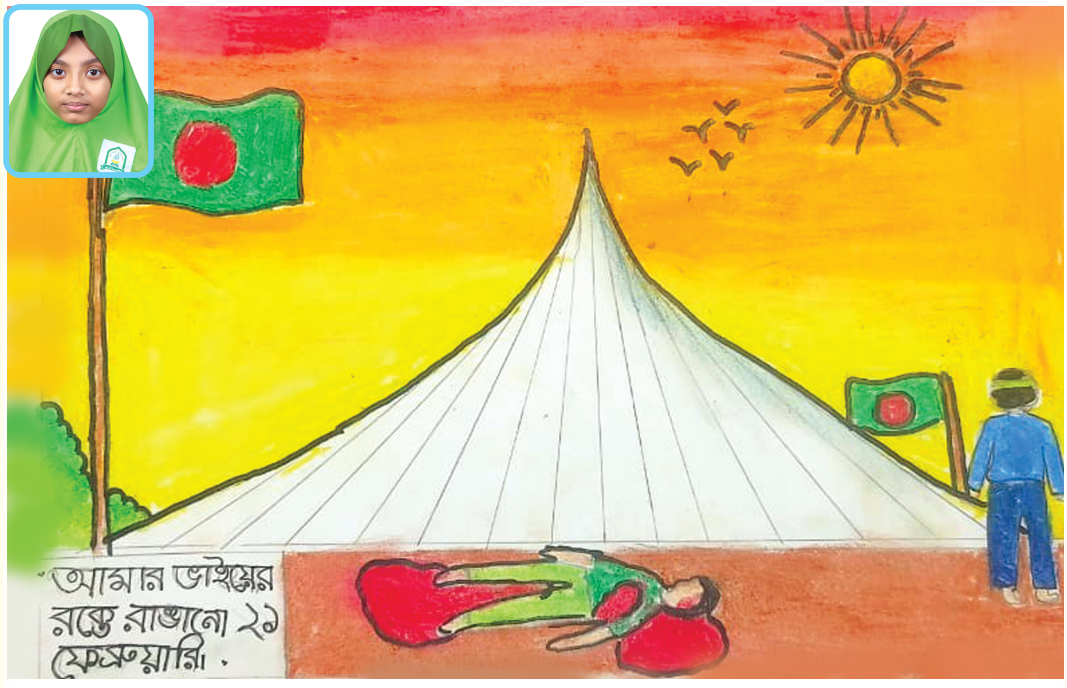
নাওয়াইরা হোসাইন আফরিন
শ্রেণী: ৩য়







আহমার আব্দুল্লাহ
শ্রেণী: প্লে



তাসকিন তাবাসসুম | শ্রেণি: ৪র্থ



জাহরা আহমেদ | শ্রেণি: ৪র্থ